ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 December, 2023 ■ আগরতলা ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং ■ ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নিরাপত্তায় গাফিলতি বরখাস্ত ৮ কর্মী, গ্রেপ্তার ৫

সংসদের নিরাপত্তা ইস্যুতে তুমুল হট্টগোলে বিঘ্নিত কাজকর্ম, সাসপেন্ড ১৫ সাংসদ

অভিজিত রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বরঃ সংসদের নিরাপত্তা ইস্যুতে চরম হট্টগোলের কারণে সংসদের কাজ বিঘ্নিত হওয়ায় বৃহস্পতিবার মোট ১৫জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। শীতকালীন অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য তাদের সাসপেন্ড করা হয়েছে। সংসদে নিরাপত্তা গাফিলতি ইস্যুতে বৃহস্পতিবার সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই সংসদের উভয়কক্ষে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিরোধী দলের সাংসদরা। একটা সময় এই ইস্যুতে বিরোধীরা তুমুল হইহট্টগোল শুরু করেন। কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। এরপরই সদনের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য লোকসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয় তাঁদের। ১৪ জন লোকসভার এবং একজন রাজ্যসভার সাংসদকে এদিন সাসপেন্ড করা হয়েছে। এদিকে, রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড হওয়া সত্ত্বেও, সদনে বসে থাকায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনকে ভর্ৎসনা করেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়।

এদিন রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে টিএমসি সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনকে। এছাড়াও লোকসভার ১৪ জন সাংসদের মধ্যে রয়েছেন কানিমোঝি, মানিকম ঠাকুর, পি আর নটরাজনকে, ভি কে শ্রীকান্তম, বেণী বাহন, কে সুব্রমন্যম, এস আর প্রতিবান, এস ভেঙ্কেটেশান, মোহাম্মদ জাভেদ, টি এন প্রথাপন, হিবি ইডেন, এস জোথিমনি, রাম্যা হরিদাস এবং ডিন কুরিয়াকোসকে। সাসপেন্ড হওয়া ১৫ জন সাংসদের মধ্যে নয়জন কংগ্রেসের, দুজন সিপিএম, দুজন ডিএমকে এবং একজন সিপিআইএম ও একজন টিএমসি দলের সাংসদ।

এদিকে সংসদে নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনায় লোকসভা সচিবালয় আট কর্মীকে ইতিমধ্যেই বরখাস্ত করেছে। বুধবার যে সময় ঘটনাটি ঘটেছিল সেই সময় সংসদ ভবনের মূল প্রবেশপথ-সহ গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথগুলিতে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন ওই আট জন।

এদিকে লোকসভার অভ্যন্তরে রং বোমা নিয়ে হামলা চালানোর ঘটনায় এখন পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দিল্লি পুলিশ বুধবার রাতে হরিয়ানার গুরুগ্রাম থেকে গ্রেফতার করেছে পঞ্চম অভিযুক্ত বিশাল শর্মাকে। বিশালের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সংসদে 'স্মোক ক্র্যাকার' বা রং বোমা নিয়ে ঢুকে পড়া দু'জন এবং বাইরে স্লোগান দেওয়া আরও দু'জনকে আশ্রয় দিয়েছিল সে।

ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ বা রাষ্ট্রদ্রোহ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। উল্লেখ্য বুধবার দুপুর ১টা নাগাদ জুতোয় রং বোমা লুকিয়ে সংসদ ভবনে ঢুকে পড়ে দুই যুবক। তারপরে অধিবেশন চলাকালীন দুপুর ১টার কিছু পরে লোকসভার দর্শক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংসদে হামলায় গ্রেফতার ৪ অভিযুক্তের ৭ দিনের পুলিশ হেফাজত

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর : সংসদে গ্যাস হামলার চার অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হল। সংসদের ভিতরে গ্রেফতার হওয়া সাগর শর্মা ও ডি মনোরঞ্জন এবং সংসদের বাইরে গ্রেফতার হওয়া নীলম দেবী ও অমল শিণ্ডেকে বৃহস্পতিবার দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্ট—এ তোলা হয়। বিচাপতি চার অভিযুক্তকে সাত দিনের জন্য দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেলের হেফাজতে পাঠান বিচাপতি। বুধবার লোকসভার অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সাংসদ (মালদা উত্তর কেন্দ্র) খগেন মুর্মু তার বক্তব্য রাখছিলেন। ঠিক তখনইদর্শক আসন থেকে লোকসভার চেম্বারে। সংসদে নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনায় উত্তাল গোটা দেশ। বুধবার টিভির পর্দায় দৃশ্যটি দেশে শিউরে ওঠে দেশবাসী। ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংসদরাও হতভম্ব হয়ে যান। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, সংসদের ভিতরে ঢুকেছিলেন মাইসুরুর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া সাগর শর্মা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মাইসুরুরই আর এক বাসিন্দা মনোরঞ্জন ডি। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা দুজনের মধ্যে একজন হরিয়ানার বাসিন্দা নীলম সিং। অপরজন মহারাষ্ট্রের অমল শিণ্ডে। ধৃতদের জেরার পাশাপাশি তাঁদের বাড়িতে গিয়েও তল্লাশি শুরু করে স্থানীয় পুলিশ ও গোয়েন্দা আধিকারিকরা। আজ চার অভিযুক্ত- মনোরঞ্জন ডি, সাগর শর্মা, অমল শিণ্ডে এবং নীলম দেবীকে দিল্লি পুলিশ বিশেষ বিচারক হরদীপ কৌরের সামনে হাজির করা হয়। পুলিশের তরফে ১৫ দিনের জন্য হেফাজতে চাওয়া হয়। আদালত সাত দিনের হেফাজত নির্দেশ দেয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (ইউএপিএ) এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযুক্তদের পরে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল অফিসে নিয়ে আসা হয়।

স্কুলের সামনে যানবাহনের সমস্যা প্রতিবাদে পথ অবরোধ পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। স্কুলের সামনে সারিবদ্ধভাবে পণ্যবাহী লরি দাঁড় করিয়ে পণ্য উঠা-নামা করার ঘটনায় সমস্যার সম্মুখীন ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদী হয়েছে। তারা স্কুলের সামনেই পথ অবরোধ করেছে। বৃহস্পতিবার সকালে আগরতলায় সখীচরণ স্কুলের সামনে ওই ঘটনায় দীর্ঘক্ষণ এলাকায় উত্তেজনা ছিল। খবর পেয়ে ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিক ছুটে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, আগরতলা শহরের সখীচরণ স্কুল সংলগ্ন এলাকায় অবৈধভাবে পণ্য পরিবহণের গাড়ি সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে মাল উঠানামা করানো হয়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে যাতায়াত করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। আজ সকালে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অভিভাবকদের অভিযোগ, এতদিন ধরে এসব ঘটনা ঘটে চললেও ট্রাফিক পুলিশ সব কিছু জেনে শুনেও নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলছিল। এর আগেও এই বিষয়কে কেন্দ্র করে ছাত্র-ছাত্রীরা পথ অবরোধে শামিল হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন ঠিক ভাবে চললেও পর্বতী সময়ে আবার একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের। এরই প্রতিবাদে আজ স্কুলের সামনে রাস্তা অবরোধ করেছে ছাত্র ছাত্রীরা। খবর পেয়ে অবরোধ স্থলে ছুটে গেছেন ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিকরা। তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন, আগামীকাল থেকে কোন গাড়ি স্কুলের সামনে দাঁড়াতে দেওয়া হবে না। সেই আশ্বাস পেয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করেছে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা।

ছাত্রী নিবাস থেকে পড়ুয়ার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

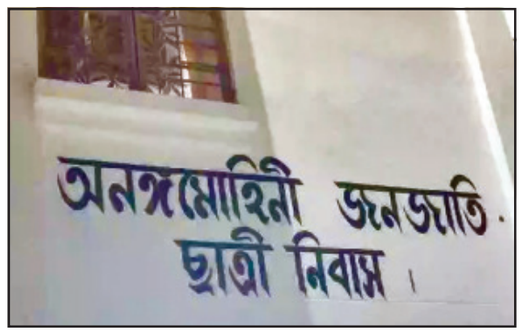

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। ছাত্রী নিবাস থেকে এক স্কুল পড়ুয়ার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। গতকাল রাতে কৃষ্ণনগর স্থিত সুপারি বাগান এলাকার অনঙ্গ মোহিনী জনজাতি ছাত্রী নিবাসে ওই ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। মানসিক অবসাদের কারণে আত্মহত্যা করেছে ওই ছাত্রী এমনটাই ধারণা হোস্টেল সুপারের।খবর দেওয়া হলে পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে ছুটে এসে মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, কৃষ্ণনগর স্থিত সুপারি বাগান এলাকার অনঙ্গ মোহিনী জনজাতি ছাত্রী নিবাসে স্কুল পড়ুয়া শেয়ারী জমাতিয়ার(১৭) ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। রাতের খাবার খেতে অন্য ছাত্রীরা বেরিয়ে ছিলেন সেই সময় শেয়ারী এই কাজ করেছে বলে ধারণা হোস্টেল সুপারের। ঘর ফিরে এসে দেখতে পায় শেয়ারী ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। সাথে সাথে পশ্চিম থানায় খবর পাঠিয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

রাজস্থানে ভজন লালের শপথে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। রাজস্থানের মুখ্যমী ভজনলাল শর্মার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। রাজস্থানের মুখ্যমীর আমণে সাড়া দিয়ে মুখ্যমী রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর যাচ্ছেন। আগামীকাল জয়পুরে দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে রাজস্থানের মুখ্যমী ভজনলাল শর্মা শপথ নেবেন। উল্লেখ্য, মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজই দুপুরে নয়াদিল্লি থেকে রাজ্যে ফিরেছিলেন। রাজস্থানের মুখ্যমীর আমণে আজ সন্ধ্যায় মুখ্যমী জয়পুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন।

১৪ জন আধিকারিক আইপিএস'র পদোন্নতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ।। স্টেট সিভিল সার্ভিসের ১৪ জন আধিকারিক ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস(আইএএস) পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। শূন্যপদ পূরণে ওই পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ওই আদেশ জারি করেছেন।

আইএএস পদে পদোন্নতিতে ২০১৮ সালের তালিকায় রয়েছেন দিলীপ কুমার চাকমা, রতন বিশ্বাস, তপন কুমার দাস, রাখী বিশ্বাস, সুইথুইফু মগ এবং কুন্তল দাস। তেমনি, ২০১৯ সালের তালিকায় রয়েছেন তমাল মজুমদার, নির্মল অধিকারী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৪ ডিসেম্বর।। আজ ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর থেকে রাজ্যপাল ইন্দু সেনা রেড্ডি নাল্লু দুপুর ১২ টায় ধর্মনগরের সার্কিট হাউসে গিয়েছেন। সার্কিট হাউসে মধ্যাহ্নভোজন সম্পন্ন করে। দুপুর দুইটায় উত্তর জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে উপস্থিত হয়েছেন।

সেখানে রাজ্যপালের জন্য অপেক্ষমান ছিলেন উত্তর জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী সহ জেলার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দীর্ঘক্ষণ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে আলোচনা শেষ করে তিনি রাত্রিতে ধর্মনগর সার্কিট হাউসে রাত্রি যাপন করবেন। শুক্রবার সকালে তিনি প্রথমে চলে যাবেন নতুন বাজার ,সেখান থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বিষ্ণুপুর যাবেন। তারপর বিষ্ণুপুর থেকে ইয়াকুবনগর বিওপি, সেখান থেকে সরলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু রাস্তাঘাট পরিদর্শন করবেন এবং চলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৭৯ টিলা উরজা ভবনে অনুষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যুৎ সংরক্ষণ দিবসের মঞ্চে মন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব

এক বছরে রাজ্যে ২৮ লাখের বেশি গাঁজা গাছ ধ্বংস করে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর: গাঁজা বিরোধী অভিযানে নেমে পুলিশ এবং গাঁজা কারবারীদের মধ্যে তুমুল খন্ড যুদ্ধ। ওই ঘটনায় সিধাই থানাধীন নতুন বাজার এলাকা উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ওই ঘটনায় আহত পুলিশ সহ বেশ কয়েকজন এলাকাবাসী। রাজ্যজুড়ে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে গাঁজা কারবারের ঘটনা। আজ ভোরে গাঁজা বাগান ধ্বংস করতে গিয়ে পুলিশ ও গাঁজা কারবারীর মধ্যে ব্যাপক ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে। জানা গিয়েছে, আজ ভোরে সিধাই থানাধীন নতুন

বাজার মূল্য ১৪০ কোটি

বাজার এলাকায় গাঁজা বিরোধী অভিযানে নামে পুলিশ। তখন কয়েকজন এলাকাবাসী পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর চালায়। ঘটনায় আহত হয়েছেন পাঁচজন পুলিশকর্মী। ওই ঘটনায় পর্বতী সময়ে পুলিশ বস্তি এলাকায় ঢুকে মারধর করে বলে অভিযোগ সানীয় মানুষদের। তাদের আরও অভিযোগ পুলিশ সাধারণ মানুষদের বাড়িতে ঢুকে আক্রমন চালিয়েছে।

আজ বিলোনিয়া মহকুমার পি আর বাড়ি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পথ দুর্ঘটনায় আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। পথ দুর্ঘটনা নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন রাজ্যের কোনো না কোনো এলাকায় পথ দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। আবারো দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক বাইক চালক সহ এক পথচারী মহিলা। ঘটনা খয়েরপুর এলাকায়। ওই দুইজনকে আহত অবস্থায় জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। এব্যাপারে পুলিশ একটি মামলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এনএফ রেলের কয়েকটি স্পেশাল ট্রেন চলবে শিলচর - কানপুর ও আগরতলা - কলকাতা

গুয়াহাটি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে যাত্রীদের সুবিধার্থে আরও কয়েকটি একমুখী স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলি শিলচর-কানপুর সেন্ট্রাল এবং আগরতলা-কলকাতা রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে একটি ট্রিপের জন্য চলবে।

আজ বৃহস্পতিবার এ খবর দিয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানান, ট্রেন নম্বর ০৫৬১৮ শিলচর-কানপুর সেন্ট্রাল একমুখী স্পেশাল ১৭ ডিসেম্বর রবিবার শিলচর থেকে ১৮:৪৫ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে ১৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ০৭:৪৫ ঘণ্টায় কানপুর সেন্ট্রাল পৌঁছবে। ট্রেনটি নিউ হাফলং, গুয়াহাটি, গোয়ালপাড়া টাউন, কোকরাঝাড়, কিষাণগঞ্জ জংশন, কাটিহার জংশন, বারাউনি জংশন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন স্টেশন হয়ে চলবে।

সব্যসাচী দে জানান, অন্য একটি ট্রেন নম্বর ০৫৬৪৭ আগরতলা-কলকাতা একমুখী স্পেশাল ১৬ ডিসেম্বর শনিবার আগরতলা থেকে ১৫:১০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে ১৮ ডিসেম্বর সোমবার ০২:১০ ঘণ্টায় কলকাতা পৌঁছবে। ট্রেনটি নিউ করিমগঞ্জ, নিউ হাফলং, গুয়াহাটি, কোকরাঝাড়া, কিষাণগঞ্জ, কাটওয়া, ব্যান্ডেল স্টেশন হয়ে চলবে।

তিনি জানান, চলমান কুয়াশাচ্ছন্ন মরশুম এবং নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, নিউ জলপাইগুড়ি সেকশনে রোলিং ব্লকের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রেন পরিচালনা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সব ট্রেন বাতিল থাকবে সেগুলি যথাক্রমে ৩১ ডিসেম্বর (২০২৩) পর্যন্ত ট্রেন নম্বর ১৫৭১০ নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, ট্রেন নম্বর ১৫৭০৯ মালদা টাউন-নিউ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাহাড়ি জনপদে বেহাল চিকিৎসা পরিষেবা !

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৪ ডিসেম্বর।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমা রাজ্যের মধ্যে পিছিয়ে পড়া একটি মহকুমা। রাজ্যের মানচিত্রের মধ্যে দরিদ্র সীমার নিচে এই মহকুমা। এখানে জাতি--উপজাতির বসবাস। প্রায় ৮০হাজার মহকুমাবাসীর রোজগারের একমাএ পথ জুমচাষএবং একশ্রেণির সাধারণ মানুষ ডুম্বুর জলাশয় থেকে মাছ ধরে যা পান তা দিয়ে একমুঠো ভাতের যোগাড় করন। আর একশ্রেণির সাধারণ মানুষ জুম চাষ এবং জঙ্গলের লতাপাতা শাক লাকরি বিক্রি করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করছেন। জঙ্গলের লতাপাতা লাকড়ি বেচে চিকিৎসা করার মত সাধ্য নেই তাদের।

দরিদ্র সীমার নিচে বসবসাকারি সাধারণ জাতি--উপজাতি মানুষের টাকা পয়সা নেই যে চিকিৎসা করবেন আগরতলা কিংবা উদয়পুর বা বহিরাজ্য গিয়ে। চিকিৎসা করার মত সাধ্য তাদের নেই। রয়েছে সরকারি মহকুমা হাসপাতাল। দূরদূরান্তের জনজাতিরা আসলে তাঁরা সঠিক ভাবে চিকিৎসা করাতে পারছেন না। আসলেও চিকিৎসকসকের দেখা নেই। চিকিৎসা করলেও ঔষধ পাচ্ছেন না।বাজার থেকে ঔষধ কিনতে হয়। যেটা বাম আমল থেকে চলে আসছে আজও তাই। মহকুমায় এমনো কিছু পাড়া আছে যেখানে সঠিক সময় মত গাড়ি পাওয়া যায়না।পাওয়া গেলেও ভাড়া আকাশ ছোঁয়া।কারণ রাস্তার বেহাল অবস্থা। রাবনপাড়া ,হনুমান পাড়া, কসরায় পাড়া,ভগীরথপাড়া, ধনুরাম পড়া, দলপতি,কল্যান সিং, রতন নগর এই সকল এলাকা থেকে রোগী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৬৯ ▫ ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ইং ▫ ২৮ অগ্রহায়ণ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

উত্তর-পূর্ব জয়ে মরিয়া !

সবকিছু ঠিকঠাক থাকিলে এপ্রিল মাসেই লোকসভা নির্বাচন। লোকসভা নির্বাচন নির্ধারিত সময়ে পরিবার জন্য নির্বাচন কমিশন সব ধরনের প্রস্তুতি শুরু করিয়াছে। ইতিমধ্যেই সবকটি রাজনৈতিক দলের মধ্যেও লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া আগাম প্রচার শুরু হইয়াছে। এবারের নির্বাচনে বিজেপি এবং বিরোধীপক্ষের মধ্যে শক্ত লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আত্মমর্যাদার লড়াইয়ে উভয়পক্ষ চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখিবেনা। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা না হইলেও রাজনৈতিক দলগুলি ইতিমধ্যে তাহাদের প্রচার শুরু করিয়া দিয়াছে।।২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে উত্তর-পূর্বের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি আসনের কাউন্ট ডাউন শুরু হইয়াছে এন ডি এ ও ইন্ডিয়া জোট শিবিরে। উত্তর-পূর্বে গেরুয়া শিবিরের প্রধান মুখ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দলের চাণক্য অমিত শাহকে আশ্বস্ত করিয়াছেন যে দলের ২৫-এ ২৫ আসন জেতার স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হইলেও, বিজেপি উত্তর-পূর্ব জোনে কংগ্রেসএর নেতৃত্বাধিন ইন্ডিয়া জোটের চাইতে অনেকটাই এগিয়ে থাকিবে। সাম্প্রতিক তিন রাজ্য জয়ে বিজেপি এখন উত্তর-পূর্বেও উজ্জীবিত।হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসমে বিজেপির এন ডি এ জোট ১৪ আসনের মধ্যে ১০ আসন জিতিবে বলিয়া আত্মপ্রত্যয়ী। গুয়াহাটি, তেজপুর, ডিব্রুগড়, শিলচর, নগাও-এর মত আসনে বিজেপি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। হিমন্তের হিসাব মত ত্রিপুরার ২টি আসন, মনিপুর, মেঘালয়ে ১টি করে আসন, অরুনাচল প্রদেশে ২টি করিয়া আসন বাদে সিকিমেও এন ডি এ জোট জিটিভি। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মুল্যায়ন মত ২৫টির মধ্যে ১৯টি আসনেই জিতিতে চলিয়াছে এন ডি এ জোট।হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রত্যয়কে পাত্তা না দিয়া উত্তর-পূর্বের কংগ্রেস নেতাদের দাবি অসমেই ইন্ডিয়া জোট ৭টি আসন দখল করিবে। এছাড়া মনিপুরে-১, মেঘালয়ে-২টি, মিজোরামে-১টি আসন জিতিবে ইন্ডিয়া জোট। কংগ্রেস নেতৃত্ব উত্তর-পূর্বে ১১-১২টি আসন জয়ের আশা করিতেছে। ২৪-এর নির্বাচন যত এগিয়ে আসিতেছে ততই উত্তর- পূর্বে এন ডি এ ও ইন্ডিয়া জোটের পারদ বাড়িতেছে। তবে গেরুয়া শিবির যে প্রতিটি আসনেই বাজি ধরিতেছেন তাহা বলাই বাহুল্য।বাস্তবে এবার জাতীয়স্তরেই রাজ্যে রাজ্যে বিজেপির এন ডি এ জোট ও কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইন্ডিয়া জোটের সম্ভাবনা নিয়ে ইতিমধ্যে নানা সমীক্ষা শুরু হইয়াছে। টাইমস নাও, ইন্ডিয়া টুডে, ইন্ডিয়া টিভি, লোকসভায় ৫৪২ আসনের মধ্যে বিজেপিকে

এগিয়ে রাখিলেও রাজনৈতিক মহলের বড় অংশ একে বাস্তব চিত্র বলিয়াই মানিতেছেন না। তিন রাজ্য জয়ের পর উত্তর-পূর্ব নিয়ে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর বিজেপি।অসমের কংগ্রেস নেতা ভুপেন বোড়ার দাবি যে এবার ২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ও বিজেপি নেতারা যতই লম্বা চওড়া দাবি করুক না কেন অসমে বিজেপির পরিস্থিতি ভাল নয়। শুধু অসমেই নয় ,সমগ্র উত্তর-পূর্বে কংগ্রেসের নেতৃত্বে গড়িয়া ওঠা ইন্ডিয়া জোট প্রত্যাশিত ভাল ফল করিবে। এ ইউ ডি এফ নেতা বদরুদ্দিন আজমলও মনে করিতেছেন যে অসম সহ উত্তর-পূর্বে এবার বিজেপি ধরাশায়ী হইবে। মুল্যবৃদ্ধি, বেকারি, সংখ্যালঘু ও দলিত বিরোধী মনোভাব, বিভাজনের রাজনীতির উপযুক্ত জবাব পাইবে বিজেপি।সি পি এম, সি পি আই, সি পি আই (এম এল) লিবারেশন, এস ইউ সি আই (কমিউনিষ্ট) সহ বামপন্থী শিবিরও বিজেপিকে হারাইতে সীমিত ক্ষমতা নিয়া উত্তর-পূর্বে আসিবে। অসমে বামেরা ইন্ডিয়া জোটের শরিক হইয়া কংগ্রেসকে সমর্থন দিতে চলিয়াছে। উত্তর-পূর্ব নিয়া ইন্ডিয়া জোটও এন দি এ দাবি পালটা দাবিতে

রাজনীতি ক্রমেই সরগরম হইতে চলিয়াছে।বেহাল দশা বাম শিবিরে। সাম্প্রতিক ৫ রাজ্যের নির্বাচনের সবচেয়ে শোচনীয় হার কমিউনিষ্ট তথা বামপন্থী শিবিরের। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ ও ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় ক্ষমতা হারানোর পর জাতীয় রাজনীতিতে তাহাদের রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা ক্রমেই কমিয়াছে। সদ্য সমাপ্ত ৫ রাজ্যে সেই ধারা অব্যহত রহিয়াছে।

উত্তর-পূর্বের মিজোরামে তো বামপন্থীদের কোন অস্তিত্বই নাই। কাজেই নির্বাচনে নামার কোন প্রশ্ন ছিল না, কিন্তু বাকি চার রাজ্যে সি পি এম, সি পি আই একাধিক আসনে ইন্ডিয়া জোটের বড় দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে। সি পি এম রাজস্থানে ১৭টি, ছত্তিশগড়ে ২টি, মধ্যপ্রদেশে ৩টি ও তেলেঙ্গানায় ৪টি আসনে প্রার্থী দেয়। সি পি এমের কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মতই প্রার্থী দেওয়া হয়।২৬টি আসনে গড়ে ১ শতাংশও ভোট পায় নি সি পি এম, মধ্যপ্রদেশে সি পি এমের প্রাপ্ত ভোট ০.০১ শতাংশ। ছত্তিশগড়ে ০.০৪ শতাংশ, রাজস্থানে ০.৯৬ শতাংশ, তেলেঙ্গানায় ০.২২ শতাংশ। প্রতিটি রাজ্যে নোটার চাইতেও কম ভোট পাইয়াছে সি পি এম। ২০১৮-র নির্বাচনে রাজস্থানে ২টি আসন জিতিয়াছিল সি পি এম। এবার রাজস্থানে বিজেপি-কংগ্রেসের রাজনৈতিক মেরুকরণে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হইয়া যায় সি পি এম। রাজস্থানে হার ও শোচনীয় ফলে হতাশা বাড়িয়াছে দলের সাধারন সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, প্রকাশ কারাত, বৃন্দা কারাত, হান্নান মোল্লার মত দলের শীর্ষ নেতাদের। শুধু সি পি এমই নয়, কমিউনিষ্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়াও শোচনীয় ফল করিয়াছে। তবে সি পি আইকে কিছুটা স্বস্তি দিয়াছে তেলেঙ্গানা। কংগ্রেসের সংগে গোপন বোঝাপড়ায় তারা ১টি আসনে বিজয়ী হইয়াছে। তুলনামুলক

ভাবে সি পি আইয়ের মুখ রক্ষা হইয়াছে তেলেঙ্গানায়। অন্যদিকে সি পি আই (এম এল) লিবারেশনও চার রাজ্যের নির্বাচনে কোন দাগ কাটিতে পারেনি। ভারতের কমিউনিস্ট এবং বামপন্থীরা এখন বিজেপি-আর এস এসের ''ফ্যাসিবাদী হিন্দুত্বের'' রাজনীতির বিরোধিতায় ইন্ডিয়া জোটের আশ্রয় নিলেও কেরালার কংগ্রেসের ইউ পি এফের বিরুদ্ধে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। পশ্চিমবংগে শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সংগে বামেদের জোটের সম্ভাবনা নিয়া সন্দিহান রাজনৈতিক মহল। ত্রিপুরাতেও অস্তিত্বের সংকটে কমিউনিষ্ট তথা বাম শিবির, এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

বঙাইগাঁওয়ে চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু মা-মেয়ে সহ একই পরিবারের তিন সদস্য

বঙাইগাঁও (অসম), ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : বঙাইগাঁওয়ে চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় মা-মেয়ে সহ তিনজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ঘটনা আজ সকালে বঙাইগাঁও শহরের নিকটবর্তী কুজিয়া নদী-সেতুর ওপর সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা।

বেঙ্গালুর এক্সপ্রেসের ধাক্কায় নিহত তিনজনই একই পরিবারের সদস্য বলে জানা গেছে। নিহতদের মা কল্পনা বর্মণ এবং তাঁর মেয়ে প্রিয়া বর্মণ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তবে অন্যজনের নাম জানাতে পারেনি পুলিশ। রেল পুলিশ তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বঙাইগাঁও জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

ড্রাগ অ্যাডিকশন সমাজের নবতম অভিশাপ

সুনীত রায়

ড্রাগ অ্যাডিকশন কথাটি আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। ড্রাগ কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ 'ওষুধ' আমাদের কারোর অজানা নয়। কিন্তু ওষুধ বলতে যা বোঝায় -'ড্রাগ' কথাটি তার থেকে একটু অন্য অর্থে আজকের সভ্য সমাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। বস্তুত এই 'ড্রাগ' কথাটির কোনও প্রতিশব্দ হয় না। এটিকে যদি মাদক নেশার উপকরণ ইত্যাদি সংজ্ঞা দেওয়া যায়, তবে খানিকটা কাছাকাছি অর্থে পৌঁছনো যায়। কিন্তু বাংলায় ঠিক অর্থে ড্রাগের একটা উপযুক্ত পরিভাষা এখনও তৈরি হয়নি। 'ক্যান্সার', 'পলিউশান' এর মতো ড্রাগ কথাটিও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ভিত্তিক সভ্যতার সৃষ্টি-নবতম অভিশাপ। 'ড্রাগ' কথাটির সঙ্গে জাড়িয়ে আছে ঘৃণা, আতঙ্ক, বিতৃষ্ণা আর দীর্ঘশ্বাস। তাহলে ড্রাগ বলতে আমরা কি বুঝি? ওষুধ শ্রেণির সঙ্গে তুলনায় এমন এক রাসায়নিক বস্তু, যার ব্যবহার নেশায় আসক্ত করে তোলে ব্যবহারকারীদের আর পরিণতিতে সেই আসক্ত মানুষ হয়ে ওঠে নেশার দাস এবং এটা বর্তমানে সমাজের এক প্রচণ্ড সমস্যা। আজকের যুব সমাজ এই ড্রাগের নেশায় বিপর্যস্ত। কারণ ড্রাগ মানুষকে এমন ক্রীতদাস করে তোলে, যার ফলে মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে ওঠে সমাজবিরোধী। সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। পরিবারের পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ। ভয়ঙ্কর নেশায় পুরোপুরি আসক্ত হলে এই আসক্তির দেনা মেটাতে আর নেশার উপকরণ সংগ্রহ করতে মানুষ যে কোনও মূল্য দেয়, সর্বস্বান্ত হয়, এমনকী খুনজখম করতেও পিছপা হয় না। আজ দেশে বিরাট এক আন্তর্জাতিক অবৈধ চক্র ক্রিয়াশীল। এই চক্র কল্পনার অতীত এমন বিপুল অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে স্মাগলিং ও অন্যান্য নানা দুর্নীতিতে নীচুতলার এমন একটা জগৎ গড়ে তুলেছে যাকে সামলাতে গিয়ে বড় বড় চূড়ান্ত প্রগতিশীল দেশগুলোও আজ হিমসিম খাচ্ছে। ভাগ্যের পরিহাস—যত উন্নত দেশ, ড্রাগের ব্যবহার সেখানে ততই ব্যাপক। ভারতবর্ষেও এই পাপ আন্তর্জাতিক দুষ্টচক্র প্রবেশ করেছে আর ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে তা ব্যাপক আকার ধারণ করবে, এটা প্রায় নিবার্য। তাই ড্রাগের ব্যাপারে রাষ্ট্রের সঙ্গে জনসাধারণের সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিকভাবে, নেশার উদ্দেশ্যে ড্রাগের ব্যবহার আইন দিয়ে সব দেশে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। পলে ড্রাগের ব্যবহার চলে বেনামে বা অন্ধকারের সুড়ঙ্গপথে। আর জোগানগদার যারত্রা, তারা চড়া মূল্যেই এর বিনিময় করবে। তাই নেশাখোর বলতেই আমাদের সামনে তাড়ি, চোলাই প্রভৃতি জড়িয়ে নীচুতলার ছবি ভেসে ওঠে। ড্রাগের ক্ষেত্রে ছবিটা তার বিপরীত ড্রাগের ব্যবহার উচ্চবিত্ত বা ক্ষমতাবান, মধ্যবিত্ত স্বচ্ছল মহলে অর্থাৎ 'অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটিতে মোটামুটি সীমাবদ্ধ। উপরন্তু, এই উচ্চবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে শিক্ষিত ধরে নিলে যা স্বাভাবিকভাবে ধরে নেওয়া যায়, তাঁরা ড্রাগ ব্যবহার করেন জেনেশুনেই। এর সুফল কুফলের কথা ভালোভাবে জেনেশুনেই। এক কথায় বলা যায়, ড্রাগের প্রতি আসক্তি যেন 'ডেনেশুনে বিষ করেছি পান।' আধুনিক জগতে ড্রাগের নেশায় আসক্ত মানুষের সংখ্যা এমন ভয়াবহ হয়ে পড়েছে যা প্রচণ্ড দুশ্চিন্তর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে। এই পাপ থেকে মুক্তির জন্য নানা সমীক্ষা হচ্ছে, বহু প্রতিকারের কথা ভাবা হচ্ছে। দেশ প্রচুর অর্থব্যয়ও করেছে। ২০১৮-১৯ সালের কন্দ্রেীয় বাজেটে ১৩০ কোটি টাকা ড্রাক আসক্তি দূরীকরণের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল।

২০২২ সালে ইউনাইটেড নেশনস্ অফিস অন ড্রাগস্ অ্যান্ড ক্রাইম এর সমীক্ষায় বলা হয়েছে, সারা বিশ্বের ২৮ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ এই ড্রাগের নেশায় আসক্ত। ২০২১ সালে ভারতবর্ষের জাতীয় সমীক্ষায় দেখা গেছে ২ কোটি ৩৭ লক্ষ মানু, আফিং, ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ ভাঙা,গাঁজা আর চরস, ১ কোটি ৫৮ লক্ষ মানুষ যাদের বয়স ১০-১৭ বছরের মধ্যে তারা মারিজুয়ানা হেরোইন আর কোকেনে নেশায় আক্রান্ত। মেয়েদের মধ্যে আর গ্রামের

মানুষের মধ্যে এই নেশাটা অপেক্ষাকৃত কম। ড্রাগের নেশা সমস্যায় জর্জরিত তিরিশটি দেশের মধ্যে ভারতবর্ষের স্থান হল আঠারো। ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ড্রাগ আসক্ত রাজ্যগুলির মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে গোয়া, পাঞ্জাব, মিজোরাম আর মেঘালয়। সমগ্র চিত্রটা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় পরিসংখ্যান কতটা ভয়ঙ্কর আর আশঙ্কাজনক।

বর্তমানে যে ড্রাগগুলি মোটামুটি বেশি ব্যবহৃত, তাদের ছ'ভাগের ভাগ করা যায়। প্রথম হল হেরোইন জাতীয় উপক্ষার, এটি তামাকে বর্তমান, মরফিনের নিকট জ্ঞাতি। দুই সুমপারনী বা নিদ্রাকারক বর্গের ওষুধ যার প্রধান বাবিটিউরেট যৌগগুলি যেমন ম্যানডাক্স, টুইন্যাল। তিন স্ফূর্তিজাগানো বা উদ্দীপকবর্গের অ্যাসফিটামিন যৌগগুলি এদের মধ্যে আছে বেনজিড্রিন, মেথিড্রিন, ডেক্সিড্রিন, জুরোফেট স্টেলাডেক্স। চার উদ্ভিদজাত কিছু যৌগ, এদের মধ্যে রয়েছে গাঁজা, মারিজুয়ানা, হাশিস। পাঁচ বিভ্রম উৎপাদনকারী হ্যালুসিনোজেন বর্গের কিছু যৌগ যেমন মেসকালিন,সাইলোসিবিন এবং অতি বিখ্যাত এলএস জি (লাইসারজিক অ্যাসিড ডাইইথাইল অ্যামাইড)। ছয় হলে যৌন উদ্দীপক বা অ্যাফ্রোডিসিয়াক বর্গের ওষুধ যেমন 'স্প্যানিশ ফ্রাই' নামক কীটজাত দেহরস, এটি তীব্র যৌনউত্তেজক, কিন্তু এর ব্যবহার অতি মারাত্মক।

ড্রাগ বলে সব নেশাগুলিকেই সাধারণ তালিকায় রাখা হলেও, সবগুলি শেষ পর্যন্ত স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর ক্রিয়া এবং প্রভাব বিস্তার করলেও বিভিন্ন ড্রাগের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার আকাশপাতাল তফাত। কিছু ড্রাগ অবসাদ আনে, ঘুম পাড়ায়, সাময়িক বিস্মৃতি সৃষ্টি করে, 'মনের যুদ্ধ' থেকে মুক্তি দেয়, যেমন বাবিটিউরেট। কিছু ড্রাগ অবসাদ কাটিয়ে স্ফূর্তি বা মেজাজ তৈরি করে, যেমন মারিজুয়ানা, হাশিস। বিশেষ করে অ্যাসফিটামিন, কিন্তু এই স্ফূর্তি সাময়িক। ড্রাগের কার্যকাল শেষ হলেই একটা অদ্ভুত ধরনের অবসাদে শরীরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। শুনলে অবাক লাগে মাত্র ০.০০০০০২ গ্রাম এল এস ডি মানুষের চেতনাকে ওলোটপালোট করে দেয়। অর্থাৎ স্নায়ুকোশের প্রতি ৩০০০ কোষকিছু একটা নির্ণীত হয়। তবে এক্ষেত্রে দেখা গেছে, থ্যালিডোমাইড নামক এক ধরনের ঘুরে বড়ি ব্যবহার করে প্রসূতিকরা এমন সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন যাদের কারোর হাত গজায়নি বা কারুর পা গজায়নি। এমন অদ্ভুত বিকলাঙ্গ ও বিকৃতিযুক্ত হতভাগ্য শিশুদের নামই হয়েছিল 'থ্যালিডোমাইড চাইল্ড'।

যেহেতুড্রাগ আধুনিক নেশা এবং পাশ্চাত্য জগতে এর বিস্তার ঘটেছে তেমনই বিস্তার ঘটেছে আমাদের দেশেও। বিশেষ করে এই নেশার শিকার উঠতি বয়সের তরুণেরা, যাদের বয়স ১৩-১৪ থেকে শুরু করে ২৫-৩০ পর্যন্ত। বয়স্করাও বাদ নন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা এদের তুলনায় কম। এই উঠতি তরুণেরা এসব নেশার শিকার হয়, ক্লাব, তাঁবু, বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস ইত্যাদিতে এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারে অতি অল্প ক্ষেত্রেই।

ড্রাগ অ্যাডিকশন দেশ-সমাজ রাষ্ট্রে সামনে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ আর এই চ্যালঞ্জে আমাদের উন্নত বিজ্ঞাননির্ভর সভ্যতাকে গ্রহণ করতে হচ্ছে এবং ভবিষতেও হবে। তার সঙ্গে একটা কথা মনে রাখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, ড্রাগ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে সমাজের থেকে, রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার কাছ থেকে। মানুষের সংগ্রাম মনোবৃত্তির মেরুদণ্ড ঘুণপোকার মতো ছড়িয়ে ভঙ্গুর করে দিচ্ছে গোটা সমাজের কাঠামোকে। বিলম্বিত করছে সমাজ রূপান্তরের সংগ্রামকে।

ইয়ংবঙ্গেল শুরুর জোয়ারে যে তীব্র সুরাসক্তি উন্মার্গগামী করেছিল সেদিনের আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত মহলের একাংশকে, ধ্বংস করেছিল বহু পরিবার ও সমাজকে, তার ধিক্কারে সেদিন অনেক বুদ্ধিজীবী কলম ধরেছিলেন। লেখা হয়েছিল, 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'সধবার একাদশী', 'নিমচাঁদ চরিত্র', প্রফুল্লর যোগেশ, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সুরাপান নিবারণী সভা এবং আরও জের টেনে স্বরাজের অন্যতম কর্মসূচি ছিল মদের দোকানে পিকেটিং, লক্ষ্য মাদক বর্জন। আর বুদ্ধিজীবী মহল নিশ্চুপ, তাঁদের নতুন করে এই সম্বন্ধে চিন্তা করা, কলম ধরা একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই পৃথিবীর সব দেশে অর্থনৈতিক ভাঙনের পাশাপাশি দেখা গিয়েছিল পরিবারের ভাঙন, দেখা গিয়েছিল মূল্যবোধের অবলুপ্তি। বিরাট ফাটল দেখা গিয়েছিল জেনারেশন গ্যাপে। তার সঙ্গে এসেছিল ব্যক্তির স্বতন্ত্রবোধ, তীব্র অহংবোধ, সমাজ বিচ্ছিন্নতা, নানা ফাস্ট্রেশান। গতির যুগে এবং শ্রেণিবিভক্ত অর্থনৈতিক সমাজে বিশেষ করে উচ্চবিত্ত অর্থনৈতিক সমাজে বিশেষ করে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জীবনের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠল। টেনশন। এস্টাবলিশমেন্ট আর কেরিয়ারের অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাবোধের অভাব। দুর্নীতিগ্রস্ত মূল্যবোধহীন সমাজে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

"বড়" করে ভাবা বন্ধ?

বলাই যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকে ভগবদ্গীতা বোঝানো, বুদ্ধদেবকে নির্বাণের সন্ধান দেওয়া, আমির খসরুকে উর্দু শেখানো, বিদ্যাসাগরকে অ-আ লিখতে সহায়তা করা বা রবীন্দ্রনাথের গান সংশোধন এ সব এক গোত্রের "উচ্চাকাঙ্ক্ষা"।

''বাংলার মাটি বাংলার জল'' গানের শব্দ-বদল নিয়ে লেখার শুরুতেই তিনটি কথা বলা জরুরি এক, রবীন্দ্রনাথের "ঐতিহাসিক" গানের পরিবর্তন একটি অপরাধ। দুই, শুধু রবীন্দ্রনাথই নন, কুরুক্ষেত্র কর্মকারের কাব্য, আনারস আমিনের অঙ্কন, যাচ্ছেতাই যাজ্ঞবল্ক্যের বন্দিশ কিংবা যে-কারও লিখিত- অঙ্কিত-রচিত যে-কোনও চিহ্নিত সৃষ্টিকর্মে কণামাত্র পরিবর্তন ঘনিয়ে তোলার "অপচেষ্টা" না করাই সভ্যতার পাঠ। এবং সেই যুক্তিতেই "বাংলার মাটি বাংলার জল" বা "কারার ঐ লৌহকপাট"- এর মতোই "আমি কলকাতার রসগোল্লা" গানেরও শব্দ-সুর বিকৃতির বিরোধিতা কর্তব্য। তিন, এই লেখা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়, বরং কন্যাশ্রী-সবুজ সাথী-স্বাস্থ্য সাথীর মতো সামাজিক ভাবনা-দিশার সমর্থক এক নাগরিকের প্রতিবাদ গান নিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের।

ঘটনা হল, খোদার উপর খোদকারির চেষ্টা যুগে-যুগে বহু হয়েছে। তাবড় সাহিত্যনেতারা শেক্সপিয়রকে কখনও অর্বাচীন আখ্যা দিয়েছেন, তাঁর ''ভুল'' সংশোধনেও প্রয়াসী হয়েছেন। প্রশ্ন হল, লাভের লাভ কী হল? আজ কোন শেক্সপিয়র বসত করেন রসিকের ঘরে আদতে, আখর-স্বাক্ষর পরিবর্তনের প্রয়োজন কী, কার বদল কে করছেন সে-প্রশ্ন স্বয়ং মহাকালের! আজু গোসাঁই রামপ্রসাদ সেনের "প্যারডি" করে বেড়াতেন। প্রশ্ন হল আমরা কাকে মনে রেখেছি? রামপ্রসাদ না আজু?

''বাংলার মাটি''র বদল অবশ্য ''প্যারডি''র মতো মজারু নয়, সরাসরি কবিভাবনায় সরকারি হস্তক্ষেপ! শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতে বদল ব্যক্তি করলে পাত্তা না দেওয়াই যায়, কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি বা ব্যবস্থা করলে বিষয়টি তলিয়ে ভাবার। কারণ, রাষ্ট্রীয় বা ব্যবস্থাজনিত বদল ক্রমে স্থিতাবস্থার ''স্বাভাবিকতা''য় পর্যবসিত হয়। এমনিতে রাজ্যসঙ্গীতের ভাবনাটি যথেষ্ট সাধুবাদযোগ্য। সংস্কৃতিমনা প্রশাসনই কাম্য। কিন্তু অন্যের সৃষ্টির ভাবনা-বদলের ভাবনা সংস্কৃতি হয় না, হয় ক্ষমতার প্রদর্শনী। কৌশলী কারণে গানের কথা-সুর বদলে স্রষ্টাকে "ধন্য" করার এই বাসনাটি অনেকটা সেই রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত ''দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত'' গোছের (''ছন্দের অর্থ'' প্রবন্ধ)! ভুল ব্যাখ্যায় দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন না করলে "বাঙালি" শব্দটিকে "বাংলা" করার দুঃসাধ্য সিদ্ধান্তটি নেওয়া সম্ভব হত না!

বিস্ময় হল, যে-ভাবনায় এই বদল, তা যেমন ভুল, তেমনই আপত্তিজনক ভাবনার প্রয়োজনীয়তাটি। গানটি যে-হেতু রাজ্যসঙ্গীত হিসাবে বিবেচিত, তাই বাংলার মাটি- জল- বায়ু- ফল- ঘর-হাট-বন-মাঠে চাপ নেই। কিন্তু বয়ানে "বাঙালি" এলেই নাকি বিপদ! কারণ, বাংলায় তো অবাঙালিরাও থাকেন! তাঁরা গান শোনার পাশাপাশি ভোটও দেন, লগ্নিও করেন। সুতরাং, পরিসর "বাঙালি" থাকলে সঙ্কুচিত আর "বাংলা" রাখলে প্রসারিত! এই উতট ভাবনাটি পূর্ণমাত্রায় রাজনৈতিক এবং অসমর্থনীয়।

মূল গানটিও রাজনৈতিক এবং সে রাজনৈতিকতা নৈতিকতার অগ্নিগিরি। বিশ্বে এমন নান্দনিক প্রতিবাদ আর দু'টি সংগঠিত হতে পেরেছে কি না সন্দেহ, যার বিভূতি-মশাল এই রবীন্দ্রগান। ১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবর যখন বঙ্গভঙ্গের অশনি সত্য হয়ে উঠল, প্রতিবাদে নগর-সঙ্কীর্তনে নেমেছিলেন রবীন্দ্রনাথেরা। এই উপলক্ষে বাঁধা একাধিক গানের একটি ''বাংলার মাটি, বাংলার জল''। কবি গান গেয়ে, রাখিবন্ধনের মাধ্যমে একতার শপথ নিয়েছিলেন অখণ্ড বাংলাদেশের হৃদয় রক্ষার সত্যজিতরায়ের রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তৈরি তথ্যচিত্রে যে প্রয়াসকে চিহ্নিত করা হয়েছে "ইন আ ফর্ম অব প্রোটেস্ট দ্যাট ওনলি আ পোয়েট ক্যান কনসিভ" (এক জন কবিই শুধু ভাবতে পারেন এমন পথে প্রতিবাদ)। সমস্যা হল, আজকের রাজনীতি বুঝে উঠতে পারে না, যে মৈত্রীকে কবি "বিধির বাঁধন'' বলছেন, তা ভোট-রাজনীতির আবেগ নয় এবং ''দেশাত্মবোধ'' রাজনীতির ঔরসজাত নয় বৃহতঐক্যের অভিকর্ষজাত। সে অভিকর্ষের বাঁধন-মমত্বও বেশি, বিস্তারও বিস্তর। হীনম্মন্যতার অবসাদ সেখানে নেই। রবীন্দ্রনাথই পারেন ''বাংলা'' থেকে ''বাঙালি''তে আসতে। কেন কবি আট বার "বাংলার" বলার পরেও সাত বার "বাঙালির" লিখলেন (পাণ্ডুলিপি দেখাচ্ছে, ভেবেচিন্তে "বাঙালির" লিখছেন কবি)? কেন ''বাংলার ঘর'' লেখার পরেও "বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন'' লিখলেন? "বাংলা ভাষা" না বলে "বাঙালির ভাষা" বললেন কেন? এবং "সত্য হউক" প্রার্থনায় কেনই বা তিনি বাংলার বদলে বাঙালির আশা-কাজ-ভাষার কথা বললেন? শুধু "বাঙালির ভাষা"র বিন্দুতেই সিন্ধুদর্শন সম্ভব। বাংলাভাষার যুগনির্মিত দেউলের শত প্রকোষ্ঠে সঞ্চিত স্থান-কাল মাহাত্ম্যের নানা ভাষা-প্রকরণের কাছে কবি প্রণত যেমন এ-গানে, তেমনই ঋণী প্রতিবেশ- যাপন-মিলন সূত্রে নানা শব্দভান্ডারের ধাত্রীকল্যাণে গড়ে ওঠা বাঙালির বৃহত্তর ভাষা-প্রতিমার প্রতি। রবীন্দ্রনাথের মাপের কবি যে তাই "বাঙালির ভাষা" বলবেন, আশ্চর্য কী! "বাঙালির ভাষা" বা "বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন" রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় ছন্দ মেলাতে লেখেননি! "বাংলার ভাষা" বা "বাংলার ঘরে যত ভাই বোন" লিখলেও ছন্দোবদ্ধই থাকত এবং ছান্দসিক কবি চাইলে কণামুহূর্তে নবছন্দের আবিষ্কার ঘটাতে পারতেন। তাই রবীন্দ্রনাথের "ভুল" সংশোধনের রাষ্ট্রীয় বাতিকটি প্রলাপ! বাংলায় বৃহত্তর অর্থের অধিবাসীর যে প্রসঙ্গ ভেবে শব্দ-বদল, তা যে আগেই কবি সম্পন্ন করে রেখেছেন, তা মাথায় এল না কারও? গানে "বাংলার ঘর" তো আগেই বলা হয়েছিল। সে-ঘরে নিশ্চয়ই ইটকাঠ, জনপ্রতিনিধি বা ইকমিক কুকারই থাকবে না শুধু, পরিবার-পরিজন, মা-বাবা, ভাইবোনও থাকবেন। তা হলে ফের "বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন" কেন? কারণ, এইখানেই "যত ভাই বোন" বাংলায় জন্মার্থে বাঙালি-মাত্র রইলেন না! বাংলার সব ঘরের সব সম্প্রদায়-জাতি-আখরভাষের সকল সদস্য হয়ে উঠলেন এবং কবি-প্রার্থনা সবাই "এক হউক"! এটা বিস্তৃতির দর্শনালঙ্কার। খানিকটা স্বামী বিবেকানন্দ-কথিত ভাষণে ''সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অব আমেরিকা'' সম্বোধনের মতো। সমস্যা হল, বড় ভাবে ভাবার অভ্যাসটিকে খুন করেছি আমরা! মাঝখান থেকে বহু বিপন্নতার শঙ্কাপথ তৈরি হল। কারণ, ভুল পথে খাল কাটার বাসনা কুমির-অভ্যর্থনার সুচারু পরিসর রচনা করে! রাজ্যসঙ্গীতে শব্দ-বদল মান্যতা পেলে জাতীয় সঙ্গীতের বদল চেয়ে আবারও গো-রব শোনা যাবে না তো? গৈরিক মন্দুরায় আগেই আওয়াজ উঠেছে জাতীয় সঙ্গীত থেকে ''সিন্ধু'' শব্দটি বাদ দেওয়ার, জাতীয় সঙ্গীত বদলেরও। চেতনার সর্বনাশে আখেরে লাভ উগ্র জাতীয়তাবাদেরই। উগ্রতার, প্রাদেশিকতার মূলে কুঠারাঘাত যে কবির, ঘেরাটোপ- দেশভাবনার উর্ধ্বে যিনি জীবনভর, তিনি আমাদের সামান্য চিন্ত

বৃহস্পতিবার পুর নিগমের কনফারেন্স হলে মেয়র দীপক মজুমদারের নেতৃত্বে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

জয়পুর-লখনউয়ে বিশেষ ট্রেন চলবে শনিবার

জয়পুর, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : যাত্রীদের সুবিধার্থে জয়পুর-লখনউয়ে বিশেষ (একমুখী) ট্রেন চালানো হচ্ছে। উত্তর পশ্চিম রেলওয়ের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক ক্যাপ্টেন শশী কিরণের মতে, ১৬ ডিসেম্বর শনিবার রাত ১১.২০ টায় ট্রেন নম্বর ০৯৭০৫ জয়পুর-লখনউ বিশেষ (একমুখী) ট্রেন পরিষেবা গান্ধীনগর জয়পুর থেকে ছেড়ে যাবে এবং রবিবার ১০.৩০ মিনিটে লখনউয়ে পৌঁছাবে। এই বিশেষ ট্রেনটিতে নয়টি সেকেন্ড স্লিপার, ছয়টি সাধারণ শ্রেণীর এবং দুটি গার্ড কোচ সহ মোট ১৭ টি কোচ থাকবে।

কিছু সদস্যের অভ্যাস সব কিছুতেই রাজনীতি করা : প্রহ্লাদ জোশী

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): কিছু সদস্যের অভ্যাস সব কিছুতেই রাজনীতি করা। বিরোধীদের উদ্দেশ্যে এই মন্তব্য করলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। সংসদে নিরাপত্তায় গাফিলতি বিষয়ে বৃহস্পতিবার লোকসভায় বক্তব্য রাখেন প্রহ্লাদ জোশী। তিনি বলেছেন, ঘটনার পর লোকসভার স্পিকার অবিলম্বে ফ্লোর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন, সংসদের নিরাপত্তা জোরদার করার পরামর্শ শোনেন। জোশী আরও বলেছেন, 'এমন একটি গুরুতর জাতীয় ইস্যুতে কারও কাছ থেকে কোনও ধরনের রাজনীতি আশা করা যায় না। এই বিষয়টি আমাদের সবার জন্য উদ্বেগজনক এবং আমাদের সবাইকে এক সুরে কথা বলতে হবে।

সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী আরও বলেছেন, সাংসদদের দেওয়া কিছু পরামর্শ ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে; ভবিষ্যতে সংসদের নিরাপত্তা জোরদার করতে আরও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেছেন, স্পিকারের এক্তিয়ারে সংসদ ভবনের নিরাপত্তা; উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের জন্য ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্র সচিবকে স্পিকার চিঠি লিখেছেন। জোশী আরও বলেছেন, এই ধরনের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা শুরু থেকেই ঘটছে -- স্লোগান দেওয়া, কাগজ ছুঁড়ে ফেলা এবং গ্যালারি থেকে লাফ দেওয়া। উল্লেখ্য, লোকসভার অধিবেশনে অভব্য আচরণের জন্য শীতকালীন অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য এদিন সংসদের নিম্নকক্ষ থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ৫ জন কংগ্রেস সাংসদকে। এই ৫ জন কংগ্রেস সাংসদ হলেন- টিএন প্রথাপন, হিবি ইডেন, এস জোথিমানি, রাম্য হরিদাস এবং ডিন কুরিয়াকোসে। বৃহস্পতিবার এই ৫ জন কংগ্রেস সাংসদকে লোকসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

রায়গঞ্জে দুষ্কৃতীর গুলিতে নিহত সরকারি কর্মী, তদন্ত শুরু পুলিশের

রায়গঞ্জ, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ডিম কিনতে, বাড়ি ফিরল মৃতদেহ। উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে গুলি চালিয়ে খুন করা হল এক ব্যক্তিকে। নিহত ব্যক্তির নাম দীনেশ সাহা। পেশায় তিনি সরকারি কর্মী। বুধবার সন্ধ্যার এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, রায়গঞ্জের তুলসিপাড়া এলাকায় ভাড়া থাকতেন দীনেশ। বুধবার রাত পৌনে ৯টা নাগাদ কাছের একটি দোকানে ডিম কিনতে গিয়েছিলেন তিনি। দোকান থেকে বেরোনোর পর এক জন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে এগিয়ে যান। তার পরই দীনেশকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে ওই দুষ্কৃতী।

রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন দীনেশ। তড়িঘড়ি তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। হাসপাতাল সূত্রে খবর, নিহতের শরীরে একাধিক গুলির ক্ষত রয়েছে। কে বা কারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এএসপি তন্ময় সরকার জানান, কে বা কারা এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত, তা দ্রুতই তদন্ত করে বার করবে পুলিশ। এলাকায় থাকা সিসি থেকেও কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে আশা করছে পুলিশ।

এবার বাইডেনের বিরুদ্ধে শুরু ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া

ওয়াশিংটন, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : এবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট তদন্ত শুরু করল মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস। ছেলে হান্টার বাইডেনের 'ব্যবসায়িক দুর্নীতি'কে হাতিয়ার করে ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। পালটা, সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন।২০২৪-এ প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বেনজির রাজনৈতিক সংঘাত শুরু হয়েছে আমেরিকায়। পুত্র হান্টারের ব্যবসা থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন বাইডেন, বেশ কয়েকদিন ধরেই এমন প্রশ্ন উঠছে আমেরিকার রাজনৈতিক মহলে। সেই প্রশ্ন হাতিয়ার করেই প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট তদন্ত শুরু করল প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দল রিপাবলিকানদের দখলে থাকা মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস। মূলত শাসকদলের উপর পালটা চাপ তৈরির কৌশল। কারণ উচ্চকক্ষ সেনেটের রাশ রয়েছে বাইডেনের দল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির হাতে। তাই বিশ্লেষকদের মতে, নিম্নকক্ষে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব পাশ হলেও সেনেটে তা আটকে যাবে।

উল্লেখ্য, ইমপিচমেন্টের লক্ষ শুধু বর্তমান কোনও পদাধিকারীকে পদ থেকে সরানো নয়, ভবিষ্যতে যাতে তিনি সেই পদে ফের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করতে পারেন, সে দিকটা নিশ্চিত করা। ফলে বাইডেন ইমপিচড হলে তিনি আর প্রেসিডেন্ট পদের লড়াইয়ে নামতে পারবেন না। এর আগে দুবার ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হয়েছিল প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে।

চালসায় হাতির হানায় মৃত্যু বৃদ্ধের

চালসা, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির চালসায় জঙ্গলের ভেতরে গোরু আনতে গিয়ে হাতির হানায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। মৃত বৃদ্ধের নাম বানা ওরাওঁ (৭০)। মঙ্গলবাড়ী বস্তি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার খবর পেয়ে মেটেলি থানার পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে।

জানা গিয়েছে, বুধবার ওই বৃদ্ধ গোরু আনতে যায় পানঝোরা জঙ্গলে। রাতভর ওই বৃদ্ধ বাড়িতে ফেরেননি। এদিন চালসা রেঞ্জের পানঝোড়া বিটের নর্থ ইনডং কম্পার্টমেন্টে ওই বৃদ্ধের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন বনকর্মীরা। খবর দেওয়া হয় মেটেলি থানায়। পুলিশ এসে বনকর্মীদের সঙ্গে জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে। খবর পেয়ে এলাকায় যান গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা স্বপ্ন ওরাওঁ। মেটেলি থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে।

এদিন চালসার রেঞ্জার প্রকাশ থাপা বলেন, 'প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে হাতির হানায় ওই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। দেহ উদ্ধার করে মেটেলি থানার পুলিশ নিয়ে যায়। অযথা কেউ যাতে জঙ্গলের ভিতরে না যায় তা বলা হয়েছে। তার আবেদনও জানান তিনি। জঙ্গলের ভেতরে বৃদ্ধের মৃত্যু হওয়ায় তাঁর পরিবার কোনও ক্ষতিপূরণ পাবে না।'

বসিরহাটের ইটভাটায় বিস্ফোরণে মৃত্যু বেড়ে ৪, ধ্বংসস্তূপে পরিণত বিশাল চিমনি

বসিরহাট, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে ইটভাটায় চিমনি ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪। গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ২৫ জন। তাঁদের মধ্যে পাঁচ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে, তাঁদের কলকাতার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বুধবার সন্ধ্যায় বসিরহাট থানার অন্তর্গত ইটিন্ডা ঘাট এলাকায় কিসনা ইটভাটা ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ইটভাটায় চিমনিতে হঠাৎ আগুন লেগে সেটি ভেঙে পড়ে।

চিমনি চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়। আহতদের এলাকার বাসিন্দারাই উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করান। সেখানে হাফিজুল মণ্ডল (৩৫) নামে এক ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। পরে আরও একজন প্রাণ হারান। মৃতদের মধ্যে দু'জন উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর, গতকাল ইটভাটার চিমনিতে আগুন দিতেই বিস্ফোরণ হয়। হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে দেড়শো ফুট উঁচু চিমনি। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান শ্রমিকরা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বেশ কয়েকদিন বন্ধ ছিল চিমনি। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে গোটা চিমনিটাই গ্যাস সিলিন্ডারে পরিণত হয়েছিল।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৩ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে পতন অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৩ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭০ ডলারের কাছাকাছি। যদিও বৃহস্পতিবার সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

কাকে সংসদে প্রবেশের পাস দেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): কাকে সংসদে প্রবেশের পাস দেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। বৃহস্পতিবার লোকসভায় বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। ১৩ ডিসেম্বর, বুধবারের নিরাপত্তা লঙ্ঘন প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার লোকসভায় বক্তব্য রাখেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, 'সবাই এই (নিরাপত্তা লঙ্ঘন) ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। আপনি (স্পিকার) বিষয়টিতে আমল নিয়েছেন। আমরা কাকে পাস ইস্যু করছি (সংসদে প্রবেশের জন্য) সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। ভবিষ্যতে সম্ভাব্য সমস্ত সতর্কতা নেওয়া হবে।'

এদিকে, সংসদে নিরাপত্তা লঙ্ঘন ইস্যুতে বৃহস্পতিবার সকালে বৈঠকে বসেন বিরোধী দলের সাংসদরা। সংসদে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের চেম্বারে বৈঠকে বসেন বিরোধীরা। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, নিরাপত্তা লঙ্ঘন ইস্যুতে সংসদের উভয়কক্ষে তাঁরা সরব হবেন। প্রসঙ্গত, এই ইস্যুতে বৃহস্পতিবারও উত্তাল হয়ে ওঠে লোকসভা।

দিল্লিতে আরও ৫০০টি বৈদ্যুতিক বাসের যাত্রা শুরু, সাক্সেনা বললেন এই উদ্যোগে কমবে দূষণ

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে আরও ৫০০টি বিলাসবহুল বৈদ্যুতিক বাসের যাত্রা শুরু হল।

বৃহস্পতিবার দিল্লির উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা ও মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ৫০০টি বৈদ্যুতিক বাসের যাত্রার সূচনা করেছেন।

এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা বলেছেন, এই উদ্যোগে দিল্লিতে কমবে দূষণ।

উপ-রাজ্যপাল সাক্সেনার কথায়, 'আমরা যে ৫০০টি বাসের যাত্রার সূচনা করেছি, তা দূষণ রোধে সাহায্য করবে...আমাদের দিল্লির উন্নতি করতে হবে এবং এই লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।' মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন, 'আমি খুশি যে ৫০০টি বাস যুক্ত হয়েছে। আমি এ জন্য দিল্লিবাসীকে অভিনন্দন জানাতে চাই। আমি উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, এই অনুষ্ঠানটি করার জন্য। এখন দিল্লিতে আমাদের ১,৩০০টি বৈদ্যুতিক বাস রয়েছে।'

রায়গঞ্জে হনুমান মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি, পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে

রায়গঞ্জ, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ মোড়ে হনুমান মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রুপার মুকুট, নূপুর সহ সমস্ত কিছু লুট করে পালিয়েছে দুষ্কৃতীর দল। ইতিমধ্যে সিসিটিভি ক্যামেরায় তালা ভেঙে চুরির ঘটনা দেখা গিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রিয়ব্রত দুবে বলেন, 'লোকালয়ে এমন চুরির ঘটনায় আমরা আতঙ্কিত। অবিলম্বে পুলিশ প্রশাসনের উচিত চুরি বন্ধ করতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া। যারা এই সব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের গ্রেফতার করা উচিত।' মন্দিরের পুরোহিত রাম প্রসাদ বলেন, 'আজ সকালে মন্দিরে এসে দেখি তালা ভাঙা। সবকিছু লুট করে নিয়ে গিয়েছে।' সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

'অবিলম্বে সদন থেকে বেরিয়ে যান", ডেরেক-কে বললেন ধনখড়; তোপ তৃণমূল কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): অসদাচরণের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও"ব্রায়েন-কে রাজ্যসভা অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। 'অনভিপ্রেত অসদাচরণের' জন্য ডেরেক ও"ব্রায়েন-কে রাজ্যসভা অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য সাসপেন্ড করার প্রস্তাব গৃহীত হয় বৃস্পতিবার। এরপর ডেরেক-কে রাজ্যসভা থেকে শীতকালীন অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য সাসপেন্ড করা হয়। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় এদিন ডেরেকের উদ্দেশ্যে বলেন, 'অবিলম্বে সদন থেকে বেরিয়ে যান।' বৃহস্পতিবার রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় বলেছেন, ডেরেক ও"ব্রায়েন সদনের ওয়েলে নেমেছিলেন, স্লোগান দিয়েছিলেন এবং বিরোধীরা গতকালের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় সদনের কার্যক্রম ব্যাহত করেছিলেন। ডেরেক-কে সাসপেন্ড করার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরই হইহট্টগোল শুরু হয়ে যায় রাজ্যসভায়। এরপর রাজ্যসভার অধিবেশন দুপুর দু"টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়। রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি হওয়ার প্রাক্কালে গতকালের নিরাপত্তা লঙ্ঘন প্রসঙ্গে কথা বলেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। তিনি বলেন, ওই ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত চলছে এবং একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে।

এদিকে, ডেরেক-কে সাসপেন্ড করার প্রতিবাদ জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের সাংসদ দোলা সেন এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'আজ ডেরেক ও"ব্রায়েনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। ওয়েলে নেমে জনগণের সমস্যা তুলে ধরা আমাদের অধিকার। ডেরেক ও"ব্রায়েন কোনও ভুল করেননি। নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ট্রেজারি নীরব, তাই বিরোধী দল হিসেবে আমরা এই ইস্যু তুলেছি, স্লোগান দিয়েছি।'

নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনায় উত্তাল লোকসভা, স্পিকার বললেন আমরা সবাই উদ্বিগ্ন

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): সংসদে নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনায় বৃহস্পতিবার উত্তাল হয়ে উঠল সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভা। বুধবার লোকসভাতেই নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছিল। এই নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনায় বৃহস্পতিবার লোকসভার অধিবেশন শুরু হতেই কেন্দ্রীয় সরকারের স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধী দলের সাংসদরা। এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ইস্তফা দাবি করেন বিরোধী সাংসদরা। তুমুল হইহট্টগোলের কারণে দুপুর দু"টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে লোকসভার অধিবেশন।

নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনায় লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি এদিন লোকসভায় বলেছেন, 'গতকাল সদনে যা হয়েছে, সে জন্য আমরা সবাই উদ্বিগ্ন। সংসদের নিরাপত্তার দায়িত্ব লোকসভা সচিবালয়ের।' প্রসঙ্গত, সংসদে ১৩ ডিসেম্বর, বুধবার নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনায় লোকসভা সচিবালয় আট কর্মীকে ইতিমধ্যেই বরখাস্ত করেছে।

বিশাখাপত্তনমের ইন্দাস হাসপাতালে আগুন-আতঙ্ক, সুরক্ষিত উদ্ধার সমস্ত রোগী

বিশাখাপত্তনম, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখাপত্তনমে আগুন লাগল ইন্দাস হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটা নাগাদ ইন্দাস হাসপাতালের দোতলায় আগুন লাগে। আগুন লাগা মাত্রই সমস্ত রোগীদের নিরাপদে উদ্ধার করা হয়। হাসপাতাল সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটা নাগাদ হাসপাতালের দোতলায় আগুন লাগে। দমকল কর্মীরা পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। পুলিশ কমিশনার রবি শঙ্কর অয়্যানার বলেছেন, দুপুর ১২টা নাগাদ বিশাখাপত্তনমের ইন্দাস হাসপাতালে আগুন লাগে। সেখানে প্রায় ৫০-৭০ জন রোগী ছিল। আমরা সবাইকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছি। সেখানে আর কেউ নেই। কোনও প্রাণহানি হয়নি, অপারেশন থিয়েটার থেকে আগুন লাগার কারণ বলে মনে হচ্ছে...আমরা তদন্ত করে সত্যতা বের করব।'

তুষারপাতে বিধ্বস্ত সিকিমে ৮০০ পর্যটককে উদ্ধার করল সেনা

গ্যাংটক, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : প্রবল তুষারপাতে বিধ্বস্ত গোটা সিকিম। এদিকে ঘুরতে গিয়ে পূর্ব সিকিমে আটকে পড়েছেন প্রায় কয়েক হাজার পর্যটক। সেই দুর্গম এলাকা থেকে পর্যটকদের উদ্ধার করতে এগিয়ে গেলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি কর্পস। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালিয়ে ৮০০ জনকে উদ্ধার করেছে সেনা।

উদ্ধার হওয়া পর্যটকদের সেনা ব্যারাকেই এনে রাখা হয়েছে। সেখানেই তাঁদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পাশাপাশি তাঁদের শীতবস্ত্র, গরম খাবারও দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, বহু পর্যটককে উদ্ধার করা হলেও এখনও পূর্ব সিকিমের কিছু অংশে প্রায় ৩০০ পর্যটক আটকে রয়েছে। তাঁদেরও যত দ্রুত সম্ভব উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। এদিকে সিকিমে এখনও তুষারপাত হচ্ছে। প্রতিকূল আবহাওয়া রয়েছে সেখানে। সেই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেই উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় জওয়ানরা।

রাজগড়: ট্রাক্টর রাখা নিয়ে বিরোধের জেরে যুবকের উপর ছুরি দিয়ে হামলা

রাজগড়, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : মধ্য প্রদেশের বায়াওড়া থানা এলাকার ভানওয়ারগঞ্জে অবস্থিত জলের ট্যাঙ্কের কাছে ট্রাক্টর রাখা নিয়ে বিরোধের জের ধরে এক যুবককে মারধর ও ছুরি দিয়ে হামলা করায় সে গুরুতর আহত হয়। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

উন্নতির কোনও লক্ষণ নেই, রাজধানী দিল্লির আবহাওয়া এখনও অস্বাস্থ্যকরই

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে আবহাওয়ার উন্নতির কোনও লক্ষণ দেখাই যাচ্ছে না। এখনও জাতীয় রাজধানীর বাতাসের গুণগতমান রয়েছে অস্বাস্থ্যকর পর্যায়েই। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স রেকর্ড করা হয়েছে ৩০০ থেকে ৪০০-র মধ্যেই। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা নাগাদ দিল্লির মোতি বাগ এলাকায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স রেকর্ড করা হয়েছে ৩৪৩, পঞ্জাবি বাগ এলাকায় ৪০৫।

ডেরেক-কে সাসপেন্ড করার প্রস্তাব গৃহীত রাজ্যসভায়, হইহট্টগোলে মুলতুবি উচ্চকক্ষের অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসদাচরণের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও"ব্রায়েন-কে রাজ্যসভা অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য সাসপেন্ড করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে সংসদের উচ্চকক্ষে। 'অনভিপ্রেত অসদাচরণের' জন্য ডেরেক ও"ব্রায়েন-কে রাজ্যসভা অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য সাসপেন্ড করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বৃস্পতিবার।

বৃহস্পতিবার রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় বলেছেন, ডেরেক ও"ব্রায়েন সদনের ওয়েলে নেমেছিলেন, স্লোগান দিয়েছিলেন এবং বিরোধীরা গতকালের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় সদনের কার্যক্রম ব্যাহত করেছিলেন। ডেরেক-কে সাসপেন্ড করার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরই হইহট্টগোল শুরু হয়ে যায় রাজ্যসভায়। এরপর রাজ্যসভার অধিবেশন দুপুর দু"টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়। রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি হওয়ার প্রাক্কালে গতকালের নিরাপত্তা লঙ্ঘন প্রসঙ্গে কথা বলেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। তিনি বলেন, ওই ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত চলছে এবং একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে।

মরসুমের শীতলতম দিন দিল্লিতে, তাপমাত্রার পারদ নামল ৬.২ ডিগ্রিতে

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে রাজধানী দিল্লি। বৃহস্পতিবারই মরসুমের শীতলতম দিন উপভোগ করল রাজধানী দিল্লি, এদিন জাতীয় রাজধানীতে তাপমাত্রার পারদ নেমে ৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। প্রবল ঠান্ডা ও কুয়াশার মধ্যেই এদিন ঘুম ভেঙেছে দিল্লিবাসীর। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ঠান্ডার মধ্যেও দিল্লির বাতাসের গুণগতমানের এখনও উন্নতি হল না। সকাল ৯টা নাগাদ দিল্লিতে সামগ্রিক বাতাসের গুণগতমান ছিল ৩৫৮, যা অস্বাস্থ্যকর। দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স রেকর্ড করা হয়েছে ৩০০ থেকে ৪০০-র মধ্যেই। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা নাগাদ দিল্লির মোতি বাগ এলাকায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স রেকর্ড করা হয়েছে ৩৪৩, পঞ্জাবি বাগ এলাকায় ৪০৫।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

শীতকালে টক দই খাওয়া কি স্বাস্থ্যকর

সারা বছর টক দই খেতে ভালবাসেন অনেকেই। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে টক দইয়ের বিকল্প নেই। শরীরে শক্তি জোগান দিতে যেমন কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট দরকার, তেমনই খেয়াল রাখতে হবে খাবারের মধ্যে যেন ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সমপরিমাণে থাকে। শীতকালে ভাইরাল সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। মনে রাখতে হবে পেট ভাল রাখতে পারলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটাই বেড়ে যায়।

পেট ভাল রাখতে সাহায্য করে প্রোবায়োটিক। আর প্রোবায়োটিকের ভাল উত হল দই। তবে অনেকে শীত পড়তেই দই খাওয়া বন্ধ করে দেন। শীতকালে দই খেলে নাকি ঠান্ডা লেগে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এই ধারণা কি আদৌ ঠিক?

শীতকালে জ্বর, সর্দি-কাশির প্রকোপ বাড়ে। এই সময়ে সংক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে কিন্তু শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার দিকে নজর দিতে হবে। রোগের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ডায়েটে চাই কিছু খাবার। সেই তালিকায় প্রথমের দিকেই থাকে টক দই। এই দইয়ে প্রোবায়োটিক উপাদান ছাড়া প্রচুর পরিমাণে ক্যালশিয়ামও থাকে। শীতকালে হাড় ভাল রাখতে দই খাওয়া অত্যন্ত জরুরি। হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য ক্যালশিয়াম সবচেয়ে উপকারী উপাদান। এ ছাড়া, শীতকালে বিয়েবাড়ি, পার্টি, পিকনিক লেগেই থাকে। এই সময়ে গ্যাস-অম্বল, পেট ফাঁপা, গ্যাসের মতো সমস্যা দূর করতেও টক দই ডায়েটে রাখা বেশ উপকারী। দইয়ে রয়েছে ভিটামিন বি ১২ এবং ফসফরাস। শরীরের অন্দরে ঘটে চলা আরও অনেক সমস্যার নিমেষে সমাধান করে টক দই। শীতে ত্বক শুষ্ক দেখায়। ত্বকে জেল্লা ফিরিয়ে আনতেও দই খাওয়া ভীষণ জরুরি। শীতকালে টক দই খেলে সর্দি-কাশি প্রকোপ বাড়ে, এমনটা মনে করেন না চিকিৎসকরা। শীতকালে দই খাওয়ার সঙ্গে ঠান্ডা লাগার কোনও সম্পর্ক নেই। বরং দই খেলে শরীর সুস্থ থাকবে। পুষ্টিবিদদের মতে, শীতকালেও মেপে টক দই খাওয়া যেতে পারে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি বিকেল ৫টার মধ্যে দই খাওয়া যায়। ঠান্ডা লাগার ধাত থাকলে আলাদা কথা। সে ক্ষেত্রে সন্ধ্যার পর দই এড়িয়ে যাওয়া ভাল। ঠান্ডা লাগবেই তার কোনও মানে নেই। তবে আগে থেকে সতর্ক থাকা জরুরি। শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকলে সচেতন থাকাই ভাল।

শীতকালে ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা দই বার করে খেলে সমস্যা হতে পারে। সর্দি-কাশির সমস্যায় ভুগতে হতে পারে। তাই শীতকালে দই খেতে হলে খাওয়ার অন্তত ঘণ্টা দুয়েক আগে বার করে নিন। দইয়ের ঠান্ডা ভাব কেটে গেলে তার পর খান।

শীতে ফাঁটা ঠোটের সমস্যা চিনির গুণেই হবে মুশকিল আসান

স্থূলত্য, ডায়াবিটিসের সমস্যা থাকলে চিনি এড়িয়ে চলা ভাল। ডায়েটে চিনি যত কম রাখা যায়, ততই ভাল। তবে ত্বক পরিচর্যার জন্য আবার এই চিনিই হয়ে উঠতে পারে আপনার পরম বন্ধু। শুধু লেবুর রসের সঙ্গে মিশিয়ে কনুইয়ের কালো দাগ তোলা ছাড়াও আরও অনেক কাজে আসে চিনি। ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখার সঙ্গে ঠোঁটকে নরম রাখতে এবং স্ট্রেচ মার্ক সরাতেও চিনি দারুণ উপকারী। জেনে নিন, ত্বক পরিচর্যায় কী ভাবে ব্যবহার করবেন চিনি।

মৃত কোষ দূর করতে: ত্বকের মৃত কোষ দূর করতে চিনি ব্যবহার করতে পারেন। কয়েক ফোঁটা নারকেল তেলের সঙ্গে এক চামচ চিনি মিশিয়ে মুখে অর্থাত আলত হাতে ঘষুন। যত ক্ষণ না চিনি গলে যায়, তত ক্ষণই স্ক্রাবিং করুন। এর পর পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুখ মুছে ফেলুন। মৃত কোষ উঠে ঝলমলে হবে ত্বক। ঠোঁট ফাটার সমস্যা দূর করতে: চিনির কেরামতিতে আটকাতে পারেন ঠোঁট ফাটার সমস্যাও। বিটের রস ও চিনি মিশিয়ে লাগিয়ে নিন ঠোঁটে। নরম ও লালচে হওয়ার পাশাপাশি ফাটবেও না ঠোঁট। বিটের বদলে টোম্যাটো ব্যবহার করলেও লাভ হবে। স্ট্রেচ মার্ক দূর করতে: হঠাৎ ওজন কমলে বা বাড়লে ত্বকে স্ট্রেচ মার্ক পড়ে। সন্তানের জন্মের পরেও এমন দাগ দেখা যায়। এই দাগ সহজে যায় না। কফি, চিনি, আমন্ড তেল ও মধু মিশিয়ে নিয়মিত মালিশ করুন। ধীরে ধীরে হালকা হবে স্ট্রেচ মার্ক। এক দিনে ফল পাবেন না, ধৈর্য ধরে নিয়ম করে ব্যবহার করলে তবেই লাভ হবে।

শীত পড়তেই কি আলসেমি চেপে ধরছে?

শীতকালে ঘুম থেকে উঠতে সকলেরই কমবেশি কষ্ট হয়। কম্বলের তলার আরমাদায়ক বিছানা ছেড়ে ঠান্ডার মধ্যে উঠে স্নান-খাওয়া করে কাজে বেরোনো বেশ কঠিন। এই মরসুমে আলসেমির কারণে অফিসে পৌঁছতে দেরিও হয়ে যায় অনেক সময়ে। তবে অফিসে গিয়েও যে খুব বেশি চনমনে লাগে, এমনটা নয়। শীতের আমেজে কোথাও যেন সারা দিনের কাজে অনীহা আসে, স্ফূর্তির অভাব দেখা যায় শরীরে।

সারা দিন চনমনে থাকতে হলে সকালের কিছু অভ্যাসে বদল আনা জরুরি। জেনে নিন সকালে উঠে কোন কাজ করলে সারা দিন স্ফূর্তি থাকবে শরীরে।

১) তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে পড়ুন: বিছানায় যত বেশি সময় কাটাবেন, ততই শরীরে আলসেমি আসবে। তাই শীতের দিনেও চেষ্টা করুন তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠার। দিনে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টার ঘুম জরুরি। তাই রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে সকালে তাড়াতাড়ি ওঠার চেষ্টা করুন। তা হলেই চনমনে থাকবেন সারা দিন।

২) উঠেই জল খান: ঘুম থেকে উঠেই আগে জল খেলে শরীরের বিপাকহার বেড়ে যায়। বিপাকহার ভাল হলেও শরীরে স্ফূর্তি আসে।

৩) শরীরচর্চা: শীতের দিনে ইচ্ছে না করলেও শরীরচর্চা করা জরুরি। ঘুম থেকে উঠে স্ট্রেচিং, যোগাসনের মতো হালকা শরীরচর্চা করলে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়, এন্ডরফিন হরমোনের ক্ষরণ বাড়ে, ফলে শরীর চাঙ্গা থাকে সারা দিন।

৪) স্বাস্থ্যকর প্রাতরাশ: তাড়াহুড়োতে প্রাতরাশ না করেই কাজে বেরোবেন না। শরীর চালনার জন্য প্রাতরাশে প্রোটিন, দানাশস্য, ফল ও শাকসব্জি বেশি করে রাখুন। কার্বোহাইড্রেটের মাত্রা কম রাখলেই ভাল। বেশি কার্বোহাইড্রেট খেলে সারা দিন ঝিমুনি আসতে পারে।

৫) মোবাইল ফোন ঘাঁটা বন্ধ করুন: ঘুম থেকে উঠেই অনেকের অভ্যাস থাকে মোবাইলে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম খুলে স্ক্রোল করা। এতে সময়ও খরচ হয় পাশাপাশি মনের উপরেও প্রভাব পড়ে। এই একটি অভ্যাস আপনার সারা দিনের কাজের গতিকে মন্থর করে দেয়। তাই সারা দিন চনমনে থাকতে ঘুম থেকে উঠেই মোবাইল ফোনে স্ক্রোলিং বন্ধ করুন।

কলাপাতায় খাওয়ার রীতি আবার ফিরছে

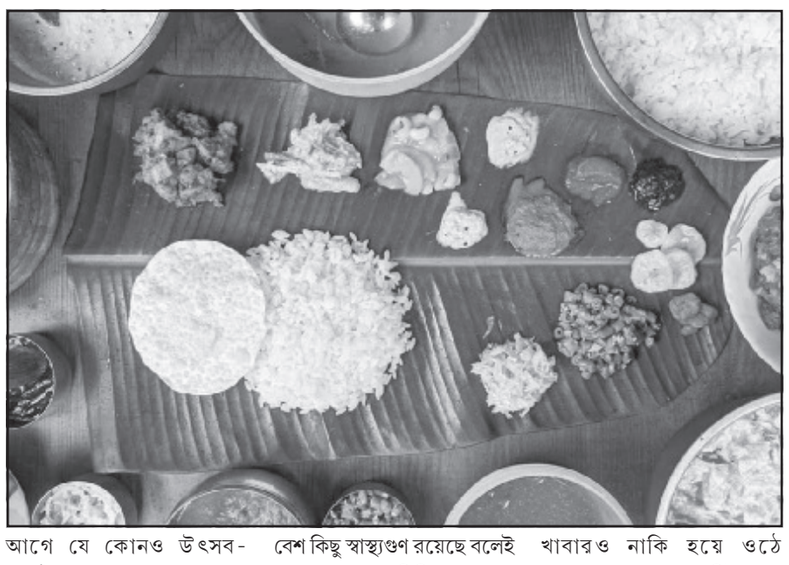

আগে যে কোনও উৎসব-অনুষ্ঠানে কলাপাতায় খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। পুজোর কাজে কলাপাতার ব্যবহারও বহু পুরনো। তবে শুধু এ রাজ্যে নয়, দক্ষিণীরাও বিভিন্ন উতবে কলাপাতায় খাবার পরিবেশন করে থাকেন। এই অভ্যাস পরিবেশবান্ধবও বটে। ইদানীং বিভিন্ন বাঙালি রেস্তরাঁতেও কলাপাতায় খাবার দিতে দেখা যায়। শুধু দেখতে ভাল লাগে বলেই কি কলাপাতায় খাবার পরিবেশন করা হয়?

না কি এর সঙ্গে স্বাস্থ্যেরও যোগ রয়েছে?

১) রীতি, ঐতিহ্য এবং পরিবেশ রক্ষা ছাড়াও কলাপাতায় খাওয়ার বেশ কিছু স্বাস্থ্যগুণ রয়েছে বলেই মনে করেছেন পুষ্টিবিদেরা। কাচ, স্টিল বা প্লাস্টিকের প্লেট ভাল ভাবে পরিষ্কার না করলে সেখান থেকে খাবারে ব্যাক্টেরিয়া বা ভাইরাস ছড়াতে পারে। কিন্তু কলাপাতায় খেলে সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ। ২) তা ছাড়া কলাপাতায় ভিটামিন এ, ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট রয়েছে। পাতার উপর গরম খাবার রাখলে খাবারের পুষ্টিগুণ নষ্ট তো হয় না, বরং তার স্বাদ বৃদ্ধি পায়। ৩) অনেকেরই ধারণা কলাপাতার সংস্পর্শে গরম খাবার এলে, তার স্বাদ এবং গন্ধ নাকি পাল্টে যায়। সাধারণ খাবারও নাকি হয়ে ওঠে অমৃতসমান। ৪) প্লাস্টিক বা থার্মোকলের প্লেট পরিবেশের জন্য আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ধরনের আবর্জনা মাটি বা জলের সঙ্গে মিশলে তা পরিবেশের তো বটেই, প্রাণীজগতের জন্যেও ভাল নয়। সেই দিক থেকে কলাপাতা ব্যবহার করা নিরাপদ। ৫) থার্মোকল বা প্লাস্টিকের প্লেটে গরম খাবার রাখলে তা থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়া হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কলাপাতায় দীর্ঘ ক্ষণ গরম খাবার রেখে দিলেও এই ধরনের ভয় থাকে না।

শরীরের কোন গোপন কথা ফাঁস করে দেয় জিভ?

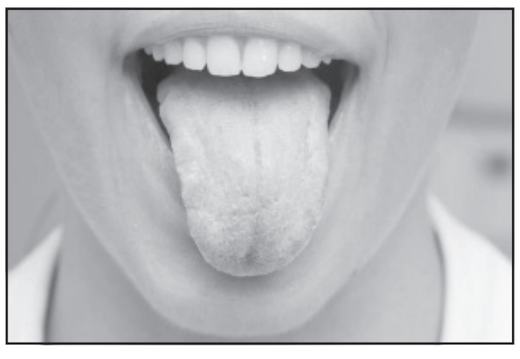

সাধারণ জ্বর-সর্দি বা কঠিন কোনও ব্যামো যা-ই হোক না কেন, চিকিতকের কাছে গেলে আগে রোগীর জিভ দেখতে চান তাঁরা। কারণ, শরীরে অস্বাভাবিক কিছু ঘটলেই এই অঙ্গে তার কিছু লক্ষণ ফুটে ওঠে। যা দেখে সহজেই রোগ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা স্পষ্ট হয় চিকিৎসকদের। খাবারের স্বাদ বুঝতে না পারা, জিভ শুকিয়ে যাওয়া কিংবা জিভে কাঁটা ফোটার মতো অনুভূতি একেবারেই স্বাভাবিক নয়।

তা ছাড়া, জিভের স্বাভাবিক লালচে গোলাপি রং বদলে গেলে তা কোনও রোগের লক্ষণ হতে পারে বলে মনে করেন অনেকেই। জিভের কোন রং কী কী রোগের ইঙ্গিত দেয়?

১) সাধারণত ব্যাক্টেরিয়া বা ফাঙ্গাসের আক্রমণে জিভের উপর সাদা আস্তরণ পড়ে। দাঁত মাজার সময়ে নিয়মিত জিভ পরিষ্কার না করলেও এই সমস্যা দেখা যায়। তা ছাড়া, ডিহাইড্রেশনের সমস্যা হলেও জিভ সাদা হয়ে যেতে পারে। ২) জিভের উপর স্ট্রবেরির মতো লালচে কাঁটা কাঁটা কিছু ফুটে উঠলে তা শরীরে ভিটামিনের অভাবকেই ইঙ্গিত করে। সাধারণত শরীরে ভিটামিন বি-র অভাব হলে এই ধরনের সমস্যা দেখা যায়। এই ভিটামিনের অভাবেই বাচ্চারা কাওয়াসাকি রোগে আক্রান্ত হয়। ৩) অতিরিক্ত ধূমপান করলে, ক্যাফিনজাতীয় পানীয় খেলে জিভের উপর কালচে আস্তরণ পড়তে পারে। তবে চিকিতকেরা বলছেন, চড়া অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাবেও কিন্তু জিভের উপর এমন কালচে আস্তরণ পড়তে পারে। ৪) জিভের রং হঠাৎ নীলচে বা বেগনি হয়ে গেলে বুঝতে হবে শরীরে অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে। এ ছাড়া, শ্বাসযন্ত্র কিংবা কার্ডিয়োভাসকুলার কোনও সমস্যা থাকলেও জিভের রং নীল হয়ে যেতে পারে। ৫) জিভের রং একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেলে তা রক্তে আয়রনের অভাবকেই ইঙ্গিত করে। আবার জিভের উপর লাল এবং সাদা চাকা চাকা দাগ আবার অটোইমিউন রোগের ইঙ্গিতও বহন করে।

সকালে জলখাবার না খেলে কিন্তু ভারী বিপদ

সকালে অফিস বেরোনোর সময়টা প্রচণ্ড ব্যস্ততায় কাটে। তার উপর শীতে ঘুম ভাঙতেও দেরি হয়। ওই স্বল্প সময়ে বাড়ির অন্যান্য কাজ সামলে স্নান-খাওয়া সেরে যাওয়া সত্যিই মুশকিল হয়। ছুটির দিন ছাড়া সকালের খাবার ঠিক করে খাওয়াই হয় না। আর এই কারণেই নানা রকম রোগ শরীরে বাসা বাঁধতে শুরু করে। শুধু তা-ই নয়, ওজন ঝরানোর জন্য যত কসরত করেন, সবটাই জলে চলে যেতে পারে। তেমনটাই বলছেন পুষ্টিবিদেরা। দেহের নিজস্ব ঘড়ি মেনে খাওয়াদাওয়া না করলে শরীর কিন্তু ছেড়ে কথা বলে না। ততণাতখারাপ প্রভাব বুঝতে না পারলেও তলে তলে রোগ হানা দেয় শরীরে। সকালের খাবার খাওয়ার অনিয়মে কী কী রোগ বাসা বাঁধতে পারে? ১) সকালের খাবার না খাওয়ার অভ্যাস পরবর্তীকালে বাড়তে পারে ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি। স্মৃতিশক্তি লোপ, ভাবনা-চিন্তার অসুবিধা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার অক্ষমতার মতো একাধিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কমাতে সঠিক সময়ে সকালের খাবার খেতে হবে। ২) দিনের শুরুতে কিছু না খেলে শরীর ভিতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। হজমেও সমস্যা দেখা দেয়। বিপাকীয় ক্রিয়াকলাপও দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে পেটের গোলমাল দেখা দিতে পারে। ৩) সকালে খাবার এড়িয়ে গেলে রক্তে চিনির মাত্রা কমেও যেতে পারে। ফলে রক্তচাপ বেড়ে যায়। উচ্চ রক্তচাপের হাত ধরে জন্ম নেয় মাইগ্রেনের মতো সমস্যা। মাইগ্রেনের সমস্যা থাকলে সকালের খাবার খেতে হবে নিয়ম মেনে। ৪) সকালে কিছু না খেলে বাড়তে পারে ওজন। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রথম শর্ত হল সকালে ভারী কোনও খাবার খাওয়া। দীর্ঘ ক্ষণ না খেয়ে থাকার ফলে শরীর উচ্চ ক্যালোরি যুক্ত খাবার দাবি করে। খিদে মেটাতে তখন ফ্যাট ও চিনি জাতীয় খাবার বেছে নিতে হয়। তাতেই ওজন বেড়ে যায়। ৫) সকাল থেকে দীর্ঘ ক্ষণ না খেয়ে থাকার পরে খাবার খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। সকালে না খাওয়ার অভ্যাসে টাইপ ২ ডায়াবিটিসের ঝুঁকি বাড়ে। সেই ঝুঁকি এড়াতে সকালের খাবার খেতে হবে নিয়ম করে।

দেবাশিস তেওয়ারী-র পাঁচটি কবিতা

নিস্পন্দতা ঢের ভালো

নিস্পন্দতা ঢের ভালো, ঢের বুকে জ্বালিয়েছি আলো
আলোরা মজ্জমান তাই ওরা এত জমকালো
আলোর গড়ন থেকে উড়ে আসা কোনও ঢেউ
ভেঙে দেয় বিবেকের সেতু
কেন এত উন্মাদনা, কেন এত টেনশন
জানা যায় না
কেন ?
কোন হেতু ?

কচুরিপানা বিষয়ক

মিচেল নামক এক সাহেবের বইয়ে
পাওয়া গেছে
বর্তমানের এ কচুরিপানা
সম্পর্কিত কিছু-কিছু কথা।

দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন থেকে যা
এ-ভারতে আসে
শোনা যায় কোনও এক মেম
কচুরিপানায় মুগ্ধ হয়ে
তাকে নাকি এ-দেশে আনেন।
তাহলে মেমের পূর্বে এ-বঙ্গে কি
পানাই ছিল না?
আসলে অসম্ভব বংশবৃদ্ধিপ্রবণ এই পানা
সমুদ্রপথের দ্বারা দেশে ও বিদেশে
ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়েছে
এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে
জাহাজের তলদেশে আটকে থাকা পানা
ছড়িয়ে পড়েছে।
সংস্কৃতে প্রাপ্ত বারিপর্ণী-কুতৃণ-পৃশ্নিকা-কুম্ভিকা প্রভৃতি
এই শব্দগুলি
কচুরিপানাকেই বোঝায়।
বারিপর্ণী নামধারী ভেষজ ওষধি
বহু শতাব্দীর একটি গুণ
তাহলে পরিষ্কার এই
ইংরেজদের আগে মোগল আমলে
এই পানা বর্তমান ছিল
ভারতেই।

রমনী খুঁজে চলে

পাখিটি হাতে নেই, কী আছে লোম
বিশ্রী গল্পের আঁঠালো ওম
জমা তো বুকে আছে----হৃদমাঝার
হৃদয় দিয়ে খুঁজি হৃদয় যার !

হৃদয় দিয়ে খুঁজি হৃদয়-শীত
নিষ্ঠীবনে বধু ভাঙে পিরিত
পিরিতে ফাগ মাখা----কী বললাম ?
রমনী খুঁজে চলে পাথর চাপা পড়া অহল্যা।

প্রতিটি মনখারাপের পিছনে

প্রতিটি মনখারাপের পিছনে লুকিয়ে থাকে
একটি করে খুনসুটি।
দুপুরের মেঘ এলে সেই খুনসুটি হাসিতে
পরিণত হয়, তারপর কান্নায়...

মায়াকান্নার বেগ এখন আর মাপে না প্রসাধন।
মেপে চলে ঘরভর্তি, কলসভর্তি জলের
অনুশোচনা।

এখন অন্ধকার এলেও মন আর আঁকুড়পাকুড়
করে না, বরং মনখারাপের দরজা
ঠেলে খুলে দিতেই বেরিয়ে আসে গনগনে
আলো।কবেকার উশ্রীনদীর কথা মনে পড়ে যায়।

যার বুকে আজও ভেসে চলে সন্তরণশীল অভিমান, আলোক প্রত্যয়ী...
ভালোবাসার দু'একটা প্রত্যাঘাত পেয়ে।

শিকড়ে ভরা থাক

কী কবে রেখে যাওয়া ত্রি-সন্ধ্যার
ললাটে জেগে ওঠে শ্রীচন্দন
সন্নিকটে ঋতু পশ্চাতেও....
মাভৈঃ মন্ত্রের পথচলা।

কেবল অলিগলি দু'দণ্ডের
ঝামেলা, ঝুটকথা, শরিকি-ঝাঁঝ
সবটা নিয়ে আসে দিগন্তের
ললিত সংরাগ, অশ্রু, কাচ...

সবটা নিয়ে আসে উন্মনা
চোয়ালে জোড় লাগে, উঠোনঝাঁট
ক্ষুব্ধ রক্তের বাহিকা হায়...
শূন্যপত্রের লুকোনো ঠাট
পড়েও ভাঙে না সে, কী-বিস্তার!
নাচতে মাজা ভাঙে উঠোন যার...

হিন্তালের লাঠি
মাথায় বাঁধা আঁটি
শিকড়ে ভরা থাক আমার হাড়।

বৃহস্পতিবার পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারকে বাংলাদেশ থেকে আগত ব্যবসায়ীদের এক প্রতিনিধি দল সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

মিজোরামে ১০.৭৩ লক্ষ টাকার গাঁজা সহ গ্রেফতার দুই মায়ানমারের নাগরিক

আইজল, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : মিজোরামে ১০.৭৩ লক্ষ টাকার গাঁজা সহ মায়ানমারের দুই নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে চাম্পাই জেলা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আসাম রাইফেলস এবং রাজ্য আবগারি ও মাদক-বিরোধী দফতরের আধিকারিক ও জওয়ানরা মায়ানমার সীমান্তবর্তী গ্রাম জোটে এলাকায় যৌথ অভিযান চালিয়ে মায়ানমারের দুই নাগরিককে আটক করে তাদের হেফাজত থেকে বিপুল পরিমাণের গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছেন।

ধৃত দুই মায়ানমারের নাগরিকদের যথাক্রমে ২৫ বছরের গিনসিয়াসিয়ামা এবং ৩৫ বছর বয়সি থানলামসিনা বলে শনাক্ত করা হয়েছে। জেরায় আটক দুই মাদক পাচারকারী তাদের অপরাধ স্বীকার করলে উভয়কে এনডিপিএস এবং অবৈধভাবে অনুপ্রেবশ করার দায়ে নির্দিষ্ট ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে। এ খবর লেখা পর্যন্ত গিনসিয়াসিয়ামা এবং থানলামসিনাকে চাম্পাই জেলা সদর থানায় হস্তান্তর করেছেন যৌথ অভিযানকারীরা।

কেকেআর-এ আবার ক্যাপ্টেন শ্রেয়স আইয়ার, ডেপুটি হলেন নীতীশ

মুম্বই, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): গত ২০২২ সালের আইপিএল-এ কলকাতা নাইট রাইডার্স-এর নেতা ছিলেন শ্রেয়স আইয়ার। কিন্তু গত বার চোটের কারণে আইপিএল থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল তাকে। তাঁর পরিবর্তে নীতীশ রানা কেকেআরের অধিনায়ক হয়েছিলেন। এই মরসুমে আবার শ্রেয়সকে ফেরানো হলো। নীতীশকে নেতৃত্বে থেকে সরিয়ে দেওয়া হলেও শ্রেয়সের ডেপুটি রেখে দেওয়া হয়েছে তাকে।

শ্রেয়স জানিয়েছেন, 'গত মরসুমে কেকেআর-কে একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছিল। তার মধ্যে আমার চোটের কারণ একটা। আমার অবর্তমানে নীতীশ চমৎকার অধিনায়কত্ব করেছে। ওকে ভাইস ক্যাপ্টেন করার জন্য আমি যথেষ্ট খুশি।'

স্বাস্থ্যের কারণে জামিন এবং দ্রুত শুনানির আর্জি সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : জামিন চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'। স্বাস্থ্যের কারণ দেখিয়ে জামিনের আর্জি করেন তিনি। বৃহস্পতিবার দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়ে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন 'কাকু'র আইনজীবী। শুক্রবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

'কাকু'র শারীরিক বিভিন্ন রিপোর্ট দ্বিতীয় বার পর্যবেক্ষণ করার জন্য এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে মঙ্গলবার বলা হয়েছে বলে ইডির দাবি।

প্রকাশিত হল বৈষ্ণব স্টাডি সিরিজের 'মদন মোহন: অ্যান এনচ্যান্টিং সাগা'

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): বৈষ্ণব সংক্রান্ত গবেষণা ও সাহিত্য আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে এবার মণ্ডল ফাউন্ডেশন ও ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের উদ্যোগে প্রকাশিত হল বৈষ্ণব স্টাডি সিরিজের অন্যতম পুস্তক 'মদন মোহন: অ্যান এনচ্যান্টিং সাগা'। যার মূল উদ্দেশ্য হল বৈষ্ণব সংক্রান্ত অতি সাম্প্রতিক ও সুদূরপ্রসারী গবেষণাগুলি তুলে ধরা।

পুরি, বৃন্দাবন ও কলকাতায় ১৭২ পৃষ্ঠার এই ইংরেজি বই প্রকাশিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার কলকাতায় পুস্তকের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন মায়াপুরের গোবর্ধন ইকো ভিলেজের নির্দেশক গৌরাঙ্গ দাস প্রভু। গৌরাঙ্গ দাস প্রভুর সান্নিধ্যে আসার পরেই এই পুস্তকের লেখক সুশান্ত ভারতী এই বই লেখার অনুপ্রেরনা পান। সুশান্ত ভারতী নিজে একজন ধর্মপ্রাণ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। তিনি বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ রাধারমণ পরিবারের এবং শিক্ষাগত দিক থেকে স্থাপত্য সংরক্ষণে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে তিনি তাই ব্রজধামের ঐতিহ্যের উপরে অনন্যভাবে আলোকপাত করেছেন এই বইয়ে।

বৃন্দাবনের বিখ্যাত গোস্বামীদের জ্যেষ্ঠ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর অভিভাবকত্বে ষোড়শ শতকে বৃন্দাবনে মনদমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। যমুনার তীরে অনন্যসুন্দর এই মন্দির এখনও টিকে রয়েছে। এখানে মদনমোহনের সঙ্গে পূজিত হন শ্রীরাধা ও রাধার সখী ললিতা। কয়েক শতাব্দী ধরে অগণিত মানুষের ভক্তি ও পূজার সাক্ষ্য বহন করছে এই মন্দির। স্থাপত্যশৈলীর বিচারেও এই মন্দির বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

ভক্তি, ইতিহাস ও স্থাপত্যের ধারাকে যে একটি বইয়ে প্রবাহিত হয়েছে সেই প্রবাহের নাম 'মদন মোহন: অ্যান এনচ্যান্টিং সাগা'। বইয়ের প্রতিটি পরতে রয়েছে মন্দিরের বহমান ইতিহাসের মূর্ত বর্ণনা। শুরুর দিকে রয়েছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন ও বাণী এবং শ্রীল রূপ ও সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের সংক্ষিপ্তসার।

বইতে দ্বাদশাদিত্য টিলার কথাও বলা হয়েছে যেখানে সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে স্বয়ং মদন মোহনের সাক্ষাৎ হয় এবং চৈতন্য চরিতামৃতর মতো বিপুল গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই ব্যাপারে মদনমোদনের অনুমতি পান।

মন্দিরের বৃহত্তর ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবরণ এতে তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নুনের ব্যাপারী রামদাস কাপুরের ব্যাপারে মহনমোহনের হক্ষেপ, মদনমোহন মন্দিরের পক্ষে মুঘল রাজদরবারের রায়, মন্দিরের বিশ্ববিখ্যাত শিখর এবং বহু ভক্তিমূলক লেখায় কবিদের উপরে মদনমোহনের প্রভাব। এছাড়াও এই মন্দিরের ব্যাপারে দুই নামী আধুনিক শিল্পীর অবদান এবং এই মন্দিরের পেন্টিংয়ের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির কথা এই বইয়ে বলা হয়েছে।অন্যান্য যেসব বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে কামবন থেকে জয়পুর এবং একই সঙ্গে করৌলিতে মদনমোহনের আগমন এবং জয়পুর, করৌলি ও বৃন্দাবনের মন্দিরের স্থাপত্যের অনুপুঙ্খ বিবরণ। এই বইয়ের শেষাংশে রয়েছে গোবর্ধন ইকো ভিলেজে মদনমোহন মন্দির নির্মাণের বিবরণ। বাদ দেওয়া হয়নি মন্দিরের বিপর্যয়ের কথাও।

ভক্তিবেদান্ত গবেষণা কেন্দ্রের ডিন ডঃ সুমন্ত রুদ্র বলেন, 'মদন মোহন: অ্যান এনচ্যান্টিং সাগা' পাঠ করা যেন এক তীর্থভ্রমণের শামিল। এ যেন এমন এক তীর্থে ভ্রমণ করা যা যেকোনও স্থান ও সময়ের সব সীমা অতিক্রম করে গেছে। এই বই পাঠ করার সময় পাঠকও পবিত্রভাবে স্থান ও কালের পথ অতিক্রম করে যাবেন যেখানে রয়েছে ভক্তিরসে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও আধুনিক স্থাপত্যের অনন্য মেলবন্ধন।

মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নির্বাচনের বৈঠকে 'না' শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নির্বাচনের বৈঠকে উপস্থিত হচ্ছেন না বলে বৃহস্পতিবার জানিয়ে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । এদিন সামাজিক মাধ্যমে এই নিয়ে একটি পোস্ট করেছেন তিনি। সেখানেই অনুপস্থিতির কথা জানিয়েছেন। পাশাপাশি কেন যাচ্ছেন না, সেই কারণ উল্লেখও করেছেন ।

মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নির্বাচনের জন্য এদিন নবান্নে বৈঠক রয়েছে। ওই বৈঠকের পৌরহিত্য করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধী দলনেতা হিসেবেই ওই বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারীকে রাজ্য সরকারের তরফে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি সেখানে উপস্থিত হবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সদস্যকে মনোনীত করার জন্য বৃহস্পতিবার নবান্নে বৈঠক ডাকা হয়েছে। এদিন বিকেল ৩টের সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর সভাকক্ষে ডাকা ওই বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও উপস্থিত থাকার কথা বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর।

সকালেই এক্স হ্যাণ্ডেলে শুভেন্দুবাবু জানিয়ে দেন, রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের ডাকা ওই বৈঠকে তিনি যোগ দেবেন না। সাধারণত এ ধরনের কমিশনের সদস্যকে মনোনীত করার জন্য বিরোধী দলনেতাকে রেখে কমিটির গঠন করার প্রথা রয়েছে। যাতে মনোনয়নের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় থাকে। কেন্দ্র ও রাজ্যে একই নিয়ম। তবে দেখা যায়, কমিটিতে শাসক দলের প্রতিনিধিত্বই যেহেতু বেশি থাকে তাই সরকারের মতই প্রাধান্য পায়।

শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, যে তিন জনের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রাক্তন মুখ্যসচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। উনি মুখ্যমন্ত্রীর 'ব্লু আইড বয়'। অবসরের পর তাঁকে তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। তাঁকে এখন রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান করা হবে।

নবান্ন সূত্রে অবশ্য বলা হচ্ছে, বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় অতীতে মুখ্যসচিব থাকার কারণেই তিনি যোগ্যতম প্রার্থী। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং পুলিশ ও প্রশাসিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে তাঁর সম্যক ধারণা রয়েছে।

কিন্তু শুভেন্দুবাবুর বক্তব্য, রাজ্য মানবাধিকার কমিশন কোনও কাজ করে না। সারা বছর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে। বাংলায় নির্বাচনোত্তর হিংসার ঘটনা নিয়ে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন নিজে থেকে কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। শুধু তাই নয়, রাজ্যে গত কয়েক বছরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বহু ঘটনা ঘটেছে। সেই সব ঘটনাতেই রাজ্য কমিশনের ভূমিকা ছিল খুবই নক্কারজনক। তারা সরকারের হাতের পুতুল। সরকার যেমন বলেন, তেমনভাবে চলে। বা ঘুমিয়ে থাকে।

রবীন্দ্র স্মৃতিতে নামকরণ রাজভবনের উত্তর ফটকের, ঘোষণা রাজ্যপালের

বীরভূম, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): শান্তিনিকেতনের ফলক বিতর্ক পিছনে ফেলে নয়া উদ্যোগ। এবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে রাজভবনের উত্তর ফটকের নামকরণের সিদ্ধান্ত। রাজভবনের উত্তর ফটকের নাম "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফটক" হবে বলে জানালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বৃহস্পতিবার শান্তিকেতনে পৌঁছে ঘোষণা করলেন তিনি।

শান্তিনিকেতন সফরে এসে এদিন ফটকের নামের ফলক উন্মোচন করে, তার শুদ্ধিকরণও করেন রাজ্যপাল। কবিগুরুর "প্রাণের আরাম" ছাতিমতলায় সেই ফলকের উন্মোচন করা হয়। সঙ্গে ছিলেন বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সঞ্জয় কুমার মল্লিক। রাজ্যপাল রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা, ছাতিমতলা, উপাসনা গৃহ ঘুরেও দেখেন।

'বন্দেভারত এক্সপ্রেসে' চেপে এদিন সকালে শান্তিনিকেতন পৌঁছন রাজ্যপাল। রথীন্দ্র অতিথি গৃহে প্রথমে বিশ্রাম নেন। দুপুরে রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালাতেও আসেন তিনি। ঘুরে দেখেন গুরুদেবের ব্যবহৃত সামগ্রী। সেখান থেকে ছাতিমতলায় পৌঁছন। রবীন্দ্রনাথের ছবি দেওয়া একটি শ্বেত পাথরের ফলক রাজভবন থেকে নিয়ে এসেছিলেন। সেই ফলকে লেখা ছিল "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফটক"।

সেখানে ফলকটির উন্মোচন এবং শুদ্ধিকরণ করেন রাজ্যপাল। তিনি জানান, ফলকটি রাজভবনের উত্তর ফটকে বসবে। রাজভবনের উত্তর গেটের নামকরণ করা হবে "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফটক"। বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সঞ্জয় কুমার মল্লিককে পাশে নিয়ে রবীন্দ্রভবনের সামনে দাঁড়িয়ে রাজ্যপাল বলেন, 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশের শুধু নয়, গোটা বিশ্বের গর্ব। তাঁর সৃষ্টি পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। আমি গর্ব বোধ করি এমন বিখ্যাত মানুষের কর্মভূমিতে আসতে পেরে।'

ঘটনাচক্রে যে শান্তিনিকেতনে দাঁড়িয়ে এই ঘোষণা করলেন রাজ্যপাল, রবীন্দ্রনাথের নাম ঘিরে সম্প্রতি বিতর্কের সূচনাও হয় সেখানেই।

শিলিগুড়িতে দাঁড়িয়ে চিনকে তোপ দলাই লামার

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): ১৩ বছর পর শিলিগুড়িতে পা রাখলেন দলাই লামা। বৌদ্ধদের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়িতে যান তিনি। সেখান থেকেই তোপ দাগলেন দলাই লামা। বললেন, "আমরা ভারতে স্বাধীন।"

তিন দিন আগে গ্যাংকট গিয়েছিলেন দলাই লামা। গ্যাংটক, সিকিম হয়ে এদিন শিলিগুড়ি পৌঁছলেন তিনি। তাঁকে স্বাগত জানাতে ফুলহাতে রাস্তার দুপাশে হাজির হয়েছিলেন ভক্তরা। তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান সকলে। এর পর বিকাশনগরে সে-গুয়ে মনেস্ট্রিতে বিশেষ ধর্মীয় নুষ্ঠানে 'বোধিচিত্ত' সংক্রান্ত পাঠ দেন দলাই লামা।। সেখানে আধঘণ্টা ছিলেন তিনি।

সিকিমের মন্ত্রী সোনম লামা বলেন, "ওনার বক্তব্য আমাদের অনুপ্রাণিত করে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন কাটাতে।" মনেস্ট্রির তরফে জাম্পা ভুটিয়া বলেন, দলাই লামার থেকে অনেক কিছু শিখলাম। অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান তিনি। এদিন শিলিগুড়ি থেকেই চিনকে আক্রমণ করেন তিনি। বললেন, "আমাদের দেশে আমরা শরণার্থী কিন্তু ভারতে স্বাধীনতা রয়েছে।"

কলকাতা-সহ ১৩ জায়গায় হানা সিবিআই গোয়েন্দাদের

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : বুধবার রাজ্যের একাধিক জায়গায় হানা দিয়েছিল আয়কর দফতর। তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক সোহরাব আলি, ব্যবসায়ী ইমতিয়াজ আহমেদের বাড়ির সহ পশ্চিম বর্ধমান জেলার একাধিক জায়গায় হানা দিয়েছিলেন আয়কর দফতরের কর্তারা। আর বৃহস্পতিবার কয়লা পাচারকাণ্ডে ফের তৎপর হল সিবিআই। কলকাতাসহ রাজ্যের মোট ১২ জায়াগায় তল্লাশি চালাচ্ছেন সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাজ্যের নানা প্রান্তে হানা দিয়ে তল্লাশি চালানো শুরু করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। বেলা গড়ানোর পরেও প্রায় সব জায়গাতেই চলে তল্লাশি। সিবিআই সূত্রে খবর, যাঁদের বাড়ি বা দফতরে তল্লাশি চালানো হয়, তাঁদের প্রত্যেকেই কয়লা পাচার মামলায় মূল অভিযুক্ত অনুপ মাজি ওরফে লালার ঘনিষ্ঠ।

বৃহস্পতিবার সকালে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশি শুরু করে সিবিআই। একাধিক দলে বিভক্ত হয়ে সিবিআই আধিকারিকেরা যান কলকাতার ভবানীপুর, পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল, মালদহের রতুয়া এবং পুরুলিয়ায়। সিবিআই সূত্রে খবর, এ দিন সকাল থেকে অন্তত ১২ জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটির সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, আসানসোলে স্নেহাশিস তালুকদার নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। রতুয়ায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে শ্যামল সিংহ নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে। এরা দু'জনেই লালা-ঘনিষ্ঠ বলে ওই সূত্রের খবর। তার মধ্যে স্নেহাশিস, লালার টাকাপয়সা সংক্রান্ত বিষয় দেখভাল করতেন বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন।

বৃহস্পতিবার সকালে ভবানীপুরেও কয়লা পাচার মামলার তদন্তে একটি বহুতল আবাসনে তল্লাশি চালানো হয়। এ ছাড়াও একাধিক অবসরপ্রাপ্ত এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিকের বাড়িতেও তল্লাশি চলছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। তদন্তকারীদের সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষীরাও।

কলকাতায় জমজমাট ঠান্ডা; শীতের শিরশিরানি গ্রাম বাংলায়, কাঁপছে গোটা দক্ষিণবঙ্গ

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): আকাশ পরিষ্কার, বিনা বাধায় প্রবেশ করছে উত্তুরে হাওয়া, এরই সৌজন্যে জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছে গোটা পশ্চিমবঙ্গে। শীতের শিরশিরানিতে কাঁপছে গ্রাম বাংলা, শহরাঞ্চলেও ঠান্ডা কম নয়। মহানগরীতে তাপমাত্রার পারদ-পতন অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম। আগের দিনের তুলনায় বৃহস্পতিবার কলকাতায় সামান্য বেড়েছে তাপমাত্রা। তাপমাত্রার মাপকাঠিতে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে এখন টেক্কা দিচ্ছে পশ্চিমের জেলাগুলি। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা কালিম্পংয়ের চেয়েও কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নেমেছে। পুরুলিয়ার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আরও কমেছে। আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রার কোনও হেরফের হবে না বলেই জানিয়েছেন আবহবিদরা।

আনন্দপুরে ফের তৎপর শিশু-বিক্রির চক্র, ৩ দালাল-সহ ধৃত ৫

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর, (হি.স.): দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতায় ইএম বাইপাসের কাছে আনন্দপুর এলাকায় ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে শিশু-বিক্রি চক্র। এবার মায়ের কোল থেকে চুরি করে মাত্র ২৩ দিনের কন্যা সন্তানকে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তার দাদুর বিরুদ্ধেই। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে তিনজনই দালাল!

সূত্রের খবর, আনন্দপুর থানা এলাকার বাসিন্দা বিকাশ পাসওয়ানের স্ত্রী ১৯ বছরের নীলম কুমারী। মঙ্গলবার নীলম অভিযোগ করেন, তাঁর সৎবাবা বানতলা বাজার এলাকার বাসিন্দা ৫০ বছরের চুন্নু দাস তাঁর ২৩ দিনের কন্যাসন্তানকে নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছেন।

আনন্দপুর থানার পুলিশ নীলমের অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে। দেখা যায়, চুন্নু আরও কয়েক জনকে সঙ্গে নিয়ে কন্যাসন্তানটিকে ৩০ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছেন। তৎপরতার সঙ্গে পুলিশ ওই শিশুর খোঁজ শুরু করে। সেইসঙ্গে শিশুর বাড়ির লোকজনকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

জেরার সময় ওই শিশু-কন্যার দাদুর কথায় অসঙ্গতি লক্ষ্য করে পুলিশ। তারা বুঝতে পারে, শিশুটিকে কোথাও বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে জড়িত অভিযোগকারিণীর বাবা ও সৎ মা। শেষ পর্যন্ত পুলিশি জেরার মুখে ভেঙে পড়ে তারা পুলিশকে জানায়, ৩০ হাজার টাকার বিনিময়ে নাতনিকে বিক্রি করে দিয়েছে।

পুলিশ ধৃতদের থেকে খোঁজ নিয়ে তল্লাশি চালিয়ে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার পাঁচপোতার বিশ্বাসপাড়া থেকে ৪০ বছরের চৈতালি চক্রবর্তীর হেফাজত থেকে বুধবার শিশুটিকে উদ্ধার করে। শিশুটিকে প্রথমে উদ্ধার করে হোমে পাঠায়। পরে বাবা-মায়ের হাতে দেওয়া হয় বলে খবর। পাশাপাশি, গ্রেফতার করা হয় চুন্নু-সহ আরও কয়েক জনকে। শিশুটিকে তাঁর মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, চুন্নু শিশুটিকে চুরি করার পর হাতবদলে দালালের কাজ করেছিল শিখা মুখোপাধ্যায় এবং পূর্ণিমা মণ্ডল নামে দু'জন। তাঁদেরও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতদের আদালতে তোলা হয়।

এই ঘটনার পিছনে যে আরও বড় চক্রের যোগ আছে, তা পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। আনন্দপুরে এই শিশু বিক্রির ঘটনা নতুন নয়। চলতি বছরের অগস্ট মাসেই ২১ দিনের এক শিশুকে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল খোদ মায়ের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, এই শিশু বিক্রির চক্রে দালালদের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি।

টাকার লোভ দেখিয়ে শিশুর পরিবারের কাউকে লক্ষ্য করে তারা। অন্যদিকে নিঃসন্তান দম্পতিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। তাদের সঙ্গে মোটা অঙ্কের লেনদেনের চুক্তি হয়। সেই টাকার কিছু অংশ শিশুর পরিবারের সদস্যর হাতে দেয়, বাকি টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়োরা করে। এই শিশু বিক্রি চলে একটা পরস্পর সংযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে।

আন্তর্জাতিক মহলের চাপ সত্ত্বেও ইসরায়েলের লড়াই চলবে : নেতানিয়াহু

তেল আভিভ, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : আন্তর্জাতিক মহলের ক্রমাগত চাপ সত্ত্বেও লড়াই থামাতে নারাজ ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তাঁর সাফ কথা, যাই হয়ে যাক না কেন হামাসের শেষ না দেখে থামবে না ইজরায়েল।

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমাদের সৈন্য হারানোর অপরিসীম বেদনা এবং আন্তর্জাতিক চাপ সত্ত্বেও, আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করব এবং জয় করব।"

এর আগে ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলি কোহেন বলেছেন, বৈশ্বিক চাপ সত্ত্বেও হামাসের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে। "এখন যুদ্ধবিরতি হবে সন্ত্রাসী সংগঠনের জন্য উপহারের মতো এবং যুদ্ধ বন্ধ হলে হামাস আবারও শক্তিশালী হয়ে দাঁড়াবে।" মঙ্গলবার মার্কিন প্রধানমন্ত্রী জো বাইডেন যখন এক অনুষ্ঠানে বলেন, গাজায় নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করে ইসরাইল বিশ্বব্যাপী সমর্থন হারাচ্ছে, তখন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য সামনে এসেছে। তিনি বলেছেন, আমেরিকা ইসরায়েলের সঙ্গে আছে। আমেরিকা ছাড়াও ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইউরোপসহ বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ ইসরায়েলের পাশে থাকলেও নির্বিচারে বোমা হামলার কারণে বৈশ্বিক সমর্থন হারাচ্ছে।

বিধানসভায় জাতীয় সঙ্গীত অবমাননা, পদ্ম-বিধায়কদের অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর, (হি.স.): বিধানসভায় জাতীয় সঙ্গীত অবমাননা নিয়ে নতুন মামলায় আবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন বিজেপি বিধায়কেরা। বৃহস্পতিবার এই মামলাতেও পদ্ম-বিধায়কদের অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিয়েছে হাই কোর্ট।

বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের নির্দেশ, আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। ওই দিনই এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

এই মামলায় রাজ্যের অভিযোগ ছিল যে, শান্তিপূর্ণ ধর্না কর্মসূচিতে থালা, কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে বিজেপি বিধায়করা বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছেন। এর আগে বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে জাতীয় সঙ্গীত অবমাননার মামলায় ধাক্কা খেতে হয়েছে রাজ্যকে।

হাই কোর্টের একক বেঞ্চ ওই মামলায় রাজ্যকে ভর্ৎসনা করে বলে, "এটি একটি ছেলেমানুষি মামলা।" একই সঙ্গে এ-ও জানিয়ে দেয় যে, জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা মামলায় বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে এখনই কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না। তার পরেও অবশ্য হাল ছাড়েনি রাজ্য।

শুক্রবার রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন ভজনলাল

জয়পুর, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): জল্পনা ছিল অনেক। সে সব জল্পনায় জল ঢেলেই রাজস্থানের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন ভজনলাল শর্মা। যিনি রাজস্থান বিজেপির হেভিওয়েট নেতাদের পিছনে ফেলে দিয়েছেন। শুক্রবারই রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন ভজনলাল শর্মা। বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে সেই প্রস্তুতি। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার জয়পুরে নিজ সমর্থকদের সঙ্গে দেখা করেন ভজনলাল শর্মা। সকলকে ধন্যবাদ জানান তিনি। ভজনলাল শর্মার ডেপুটি অর্থাৎ উপ-মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন প্রেম চাঁদ বৈরওয়া। তিনি বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, 'আমরা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মহিলা, দলিতদের উন্নয়নে কাজ করব। আমরা কংগ্রেসের দুর্নীতির তদন্ত করব। আমরা সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করব এবং আমরা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা পূরণ করব।'

এই প্রথম বার বিধায়ক হয়েছেন ভজন। বিজেপির টিকিটে সঙ্গনেড় থেকে জিতেছেন তিনি। প্রথম বার বিধায়ক হয়েই মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় অপরিচিত মুখ ভজনকে কেন মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য বেছে নিলেন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব! সূত্রের খবর, তাঁর নাম প্রস্তাব করেছেন খোদ বসুন্ধরা রাজে। যদিও, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে বসুন্ধরার পাশাপাশি এগিয়ে ছিলেন জয়পুরের রাজকুমারী দীয়া কুমারী, বিজেপি সাংসদ বালকনাথ, কিরোরিলাল মিনা। শেষ পর্যন্ত দিয়াকে রাজস্থানের উপমুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছে বিজেপি। আর এক উ-পমুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন প্রেম চাঁদ বৈরওয়া।

ভজনলাল কীভাবে হলেন মুখ্যমন্ত্রী? রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজস্থানে এক জন ব্রাহ্মণ নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী করলে তা কখনওই অন্তত দলকে বিপাকে ফেলবে না। রাজস্থানে জাঠ আর রাজপুত ভোটারদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিকে মুখ্যমন্ত্রী করলে অন্য সম্প্রদায

গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ ডিসেম্বর।। দুই গাড়ির সংঘর্ষে আহত এক ব্যক্তি। আহত ব্যক্তির নাম সিকি চরন মলসুম। ঘটনা বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ মুংগিয়াকামি থানাধীন হাজরাপাড়া এলাকায়। বিবরণে জানাযায় বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ মুংগিয়াকামি থানাধীন প্রত্যন্ত এলাকা হিসাবে পরিচিত হাজরাপাড়া এলাকা থেকে ব্যবসায়ীক কাজ শেষে বোলেরো পিকয়াপ মাল বোঝাই গাড়ির পেছনে চড়ে আসছিলেন। সেই সময় পেছন থেকে বালু বোঝাই একটি পিকয়াপ ভেন সজোরে আঘাত করে। এতে আহত হয় সিকি চরন মলসুম নামের ব্যক্তি। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এলাকবাসী খবর পৌছায় তেলিয়ামুড়া দমকল দপ্তরের অফিসে। আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তার একটি পা ভেংগে যাওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজধানীর জিবি হাসপাতালে রেফার করেন বলে জানান।

বৈষ্ণদেবীর পর ডাঙ্কি মুক্তির আগে এবার সাঁই বাবার মন্দিরে শাহরুখ

মুম্বই, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) দিনকয়েক আগেই শাহরুখ খানকে দেখা গিয়েছিল বৈষ্ণদেবী মন্দিরে পুজো দিতে। আর এবার মেয়ে সুহানাকে নিয়ে গেলেন কিং খান মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত শিরডি সাঁই বাবার মন্দির দর্শনে। মেয়ে আর বাবার এই আধ্যাত্মিক দর্শনের ভিডিয়ো আপাতত ঘুরছে সোশ্যাল মিডিয়াতে।

সাঁই বাবার মন্দির আসা দর্শনার্থীরা ভিড় জমান শাহরুখ-সুহানাকে একঝলক দেখতে। ভিড় সামলাতে বেশ হিমসিম খেতে হচ্ছিল নিরাপত্তরক্ষীদের। বেশ কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে হেসে হেসে কথাও বললেন কিং খান।

মিন্ট গ্রিন সালোয়ার পরে মন্দিরে যান সুহানা। চুল খোলা। পিছনে দেখতে পাওয়া গেল শাহরুখ খানের ম্যানেজার পূজাকে। সাদা টি-শার্ট, নীল জ্যাকেট, মাথায় টুপি, ট্র্যাকস্যুট পরেছিলেন শাহরুখ। চোখে কালো চশমা।

২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসের বিশেষ উল্লেখযোগ্য শাহরুখ আর সুহানা দুজনের কাছেই। দ্য আর্চিস দিয়ে বলিউডে পা রেখেছেন কিং খান-কন্যা। অন্য দিকে, ডিসেম্বরেই আসছে চলতি বছরে শাহরুখের তৃতীয় ছবি ডাঙ্কি। আর তার আগে ভগবান দর্শনে তাঁরা।

এবার ডিপফেকের শিকার ইনফোসিসের প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণ মূর্তি

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) কিছুতেই কমছে না ডিপফেক ভিডিওর আতঙ্ক। রশ্মিকা মান্দানাদের পর এবার ডিপফেকের শিকার হলেন ইনফোসিসের প্রতিষ্ঠাতা এন আর নারায়ণ মূর্তি। এই ধরনের কোনও ভিডিওর ফাঁদেই যেন কেউ না পড়েন, সেজন্য সকলকে সতর্ক করলেন তিনি। ইনফোসিসের প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণ মূর্তির একটি ডিপফেক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যা নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা। ভিডিওতে দাবি করা হয়েছে, নারায়ণ মূর্তি ট্রেডিং অ্যাপে টাকা বিনিয়োগ করেছেন। যদিও জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে ইনফোসিস প্রতিষ্ঠাতা এক্স হ্যান্ডেলে স্পষ্ট জানিয়েছেন, ক্লিপগুলি ডিপফেক। এতে বিশ্বাস না করতে। এক্স হ্যান্ডেলে নারায়ণ মূর্তি লেখেন, "বিভিন্ন ওয়েবপেজে প্রচারিত বেশ কয়েকটি ভিডিওতে দাবি করা হয়েছে যে আমি বিভিন্ন ট্রেডিং অ্যাপে বিনিয়োগ করেছি। এগুলি জাল। ওই সমস্ত অ্যাপ্লিকেশন বা ওয়েবসাইটের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আমি জনসাধারণকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে তাঁরা যেন প্রতারণার শিকার না হন। অনুগ্রহ করে রিপোর্ট করুন।" প্রসঙ্গত, প্রথমে রশ্মিকা মান্দানা, তার পর আলিয়া ভাট, ক্যাটরিনা কাইফ, কাজল, প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার ডিপফেক ভিডিও-ও প্রকাশ্যে এসেছিল। আর এবার ডিপফেকের শিকার হলেন ইনফোসিসের প্রতিষ্ঠাতা এন আর নারায়ণ মূর্তি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অসমের কার্বি যুব উৎসবে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে আমন্ত্রণ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : আগামী জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠেয় ৫০-তম কার্বি যুব উৎসবে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। কার্বি যুব উৎসব অসমের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক মাইলফলক। এই উৎসব কার্বি জনগণের ঐতিহ্যের একটি প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান। কার্বি যুব উৎসব ভারতের প্রাচীনতম জনগোষ্ঠীয় উৎসব হিসেবে পরিচিত। অসমের কার্বি আংলং জেলা সদর ডিফু শহরের উপকণ্ঠ তারালাংসোতে প্রতি বছর এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সে অনুযায়ী এবার উৎসবটি আগামী বছর ২০২৪ সালের ১২ জানুয়ারি শুরু হবে। সমাপ্তি ঘটবে ১৯ জানুয়ারি (২০২৪)।

দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জে শুরু ডাকসেবকদের কর্মবিরতি আন্দোলন

করিমগঞ্জ (অসম), ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : ন্যায্য পাওনা, বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে এবার আন্দোলনে নেমেছেন গ্রামীণ ডাক সেবকরা। রাজ্যের অন্যান্য জেলায় একদিন আগে শুরু হলেও আজ বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জে শুরু হয়েছে ডাকসেবকদের কর্মবিরতি।

ইউনিয়নের করিমগঞ্জ শাখার কর্মীরা এদিন প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করেছেন করিমগঞ্জ প্রধান ডাকঘরের সামনে। বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন তাঁরা। এবার দাবি পূরণ না হওয়া অবধি তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তে অটল থাকবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ইউনিয়নের করিমগঞ্জ শাখার সভাপতি গোপাল ভৌমিক জানান, চার ঘণ্টার বদলে আট থেকে নয় ঘণ্টা ডিউটি করেন তাঁরা। কিন্তু তাঁদের কোনও ধরনের সুযোগ-সুবিধা নেই। দীর্ঘদিন থেকে তাঁদের ন্যায্য আদায় পূরণের জন্য আন্দোলন চালিয়ে গেলেও ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি। ফলে এবার অনির্দিষ্টকালের জন্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভৌমিক বলেন, নতুন নতুন নির্দেশিকা জারি করা হচ্ছে। আর তাঁরা তা গুরুত্ব সহকারে পালন করে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের যে ন্যায্য পাওনা বা দাবি তা কিন্তু বিগত কয়েক বছরেও পূরণ হয়নি। তাই তাঁদের আন্দোলন চলবে। এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অন্যান্যদের সঙ্গে ছিলেন সম্পাদক গুরুপদ পাল, প্রদীপ গোপ, কাজলকান্তি দেব, রফিক উদ্দিন চৌধুরী, সত্য নমশূদ্র প্রমুখ।

হামাসের হামলায় গাজায় নিহত ৯ ইজরায়েলি সেনা

গাজা, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : গাজায় হামাসের হামলায় নিহত ৯ জন ইজরায়েলি সেনা। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গাজার শিজাইয়া এলাকায় আহত সৈনিকদের সন্ধানে বেরিয়েছিল গোলান ব্রিগেডের ইজরায়েলি সেনার একটি দল। সেই সময়ে লাগাতার হামলার মুখে পড়ে তাদের সকলের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তবে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মানতে নারাজ তিনি। জানা গিয়েছে, হামাসের আক্রমণের মুখে পড়ে কমান্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেন চার ইজরায়েলি সেনা। তাঁদের উদ্ধার করতেই আলাদা করে শুরু হয় সেনার অভিযান। সেই সময়েই লাগাতার গুলিবৃষ্টি চলে তাঁদের উপর। পরপর বোমাও ছোড়ে হামাস। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু নয় ৯ সেনার। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কমান্ডার পর্যায়ের দুই সেনা আধিকারিক। এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন নেতানিয়াহু। তাঁর মতে, এই ঘটনা মেনে নেওয়া খুবই কঠিন। কিন্তু যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নেওয়া যায় না। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই ১১৫ জন ইজরায়েলি সেনার মৃত্যু হয়েছে এই সংঘর্ষে।

৭ অক্টোবরের হামলার বদলা নিতে হামাসকে চিরতরে মুছে ফেলার পণ নিয়েছে ইজরায়েল। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে গাজায় তীব্র আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। ইতিমধ্যেই মৃতের সংখ্যা ১৮ হাজার পেরিয়ে গিয়েছে। যে কারণে গাজায় যুদ্ধবিরতি চাইছে বিভিন্ন দেশ। কিন্তু কোনও পক্ষের কথাতেই কর্ণপাত করতে নারাজ নেতানিয়াহু।

দুর্গাপুরে লালা ঘনিষ্টের ভাড়া বাড়িতে সিবিআই হানা

দুর্গাপুর, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : কয়লা লালা ঘনিষ্টের ভাড়াবাড়িতে সিবিআই হানা। বৃহস্পতিবার সাতসকালে ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল দুর্গাপুর শিল্পশহরে। প্রসঙ্গত, কয়লাকান্ডে তোলপাড় গোটা রাজ্য। কেন্দ্রীয় গয়েন্দা সংস্থা সিবিআই ও রাজ্যের সিআইডি অবৈধ কয়লার চোরাচালনে ধরপাকড় শুরু করেছে। ঘটনায় একাধিক কয়লা মাফিয়া ধরা পড়েছে। সিবিআইয়ের তীক্ষ্ণ নজরে রয়েছে কয়লা মাফিয়া অনুপ মাজি ওরফে লালা। ইতিমধ্যে লালা ঘনিষ্টদের বাড়িতে হানা দেওয়া শুরু হয়েছে। ঘটনার তদন্তে খনি সংস্থা ইসিএলের বেশ কয়েকজন আধিকারিকও গ্রেফতার হয়েছে। কয়লা পাচার কাণ্ডে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের যোগসাজশ রয়েছে বলে অভিযোগ তদন্তকারী সংস্থার। বৃহস্পতিবার সাত সকালে লালা ঘনিষ্ট পরিবহন ব্যাবসায়ী সৌরভ আচার্য্যের ভাড়াবাড়ীতে হানা দেয় সিবিআই। এদিন দুর্গাপুরের ভিড়িঙ্গি আনন্দনগরে সিবিআই পাঁচ সদস্যের একটি দল আসে। যদিও ওই সময় সৌরভ আচার্য্য বাড়িতে ছিলেন না। সেখানে তার মা ছিলেন। ২০১৮ সাল থেকে নিজেকে পরিবহন ব্যবসায়ী পরিচয় দিয়ে রঞ্জন সাহার বাড়িতে ভাড়া নিয়েছিলেন তিনি। তার বাড়িতে তল্লাশী করে বেশ কিছু নথী বাজেয়াপ্ত করে সিবিআই। প্রায় পাঁচ ঘন্টা পর দুপুর ১২. ১৫ মিনিট নগদ সৌরভের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সিবিআই দল। তবে এদিন কিছু মন্তব্য করতে চায়নি সিবিআই দল।

ধ্বংস করে পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

থানা এলাকার মনাইপাথর ও হেতালিয়া এলাকায়ও জেলা পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ পি আর বাড়ি থানা, টিএসআর পার্সোনাল, ওমেন স্টাফ, এস আই শ্রাবন কুমার জাট ৪৩ ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ ও অন্যান্য বিএসএফ পার্সোনাল ১২৪ বেটেলিয়ান সি আর পি এফ, টি এস আর পার্সোনাল এবং তৃষ্ণা বন আধিকারিক সুকান্ত সরকার, সুনীল ত্রিপুরা ও বন সুরক্ষা বাহিনীর রক্ষীরা গাজা গাছ ধংস অভিযানে অংশগ্রহণ করে। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ১৪ টি আলাদা আলাদা জায়গা থেকে ৫.৫ একর জায়গায় আনুমানিক ৫২০০০ হাজার গাঁজা গাছ কেটে ধংস করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

এদিকে আজ গাঁজা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে মেলাঘর থানার পুলিশ। মেলাঘর থানার অন্তর্গত দশরথবাড়ি এডিসি ভিলেজের দশরথবাড়ি, ও তৈছামায় এলাকায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছ ধ্বংস করে মেলাঘর থানার পুলিশ,অসম রাইফেল, টিএসআর ও সিআরপিএফ। এদিন প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে। মেলাঘর থানার ওসি দেবাসিস সাহা জানান, আগামী দিনেও তাদের এ ধরনের অভিযান চলতে থাকবে। তবে আজকের এই গাঁজা কাটিং যেখানে করা হয়, সবগুলি জায়গায় ছিল বনদপ্তরের অধীনে।তাছাড়া গত পরশুদিন মেলাঘর থানার উদ্যোগে মেলাঘর থানার অন্তর্গত শিবনগরেও গাঁজা কাটিং অভিযান করা হয়েছিল। মেলাঘর থানার এই ধরনের নেশা বিরোধী অভিযান গাঁজা ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন নেশা ব্যবসায়ীদের মাথার যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে মেলাঘর থানার এই ধরনের নেশা বিরোধী অভিযানকে খুবই ইতিবাচক বলে অভিমত ব্যক্ত করেছে বিভিন্ন মহল। এদিকে রাজ্য পুলিশের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, নেশা মুক্ত ত্রিপুরার অংশ হিসাবে, ত্রিপুরা পুলিশ রাজ্য জুড়ে গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছে। ২০২৩ সালে এই অভিযানে, ত্রিপুরা পুলিশ, টিএসআর, সিআরপিএফ, বিএসএফ এবং বন বিভাগ অভিযান পরিচালনা করে এবং ২৮ লক্ষের বেশি গাঁজার চারা ধ্বংস করে। যার বাজারমূল্য ১৪০ কোটি টাকা। আগামী দিনেও এধরনের বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

করিমগঞ্জ জেলার ছাত্রছাত্রীদের নাম তালিকাভুক্ত করতে বিদ্যালয়গুলিতে আধার এনরোলমেন্ট কেন্দ্র

করিমগঞ্জ (অসম), ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার ছাত্রছাত্রীদের নাম আধার তালিকাভুক্ত করতে জেলার বিদ্যালয়গুলিতে আধার এনরোলমেন্ট কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে করিমগঞ্জের জেলাশাসকের কার্যালয়ে অবস্থিত আধার সেল থেকে গত ২১ নভেম্বর জারিকৃত আদেশে, পূর্ব ঘোষিত আধার এনরোলমেন্ট সেন্টারগুলির স্থান আংশিক পরিবর্তন করে জেলার ১৪টি বিদ্যালয়ে আধার এনরোলমেন্ট কেন্দ্র খোলা হচ্ছে।

এতে পূর্বে ঘোষিত আধার এনরোলমেন্ট কেন্দ্রের পরিবর্তে যে বিদ্যালয়গুলিতে আধার এনরোলমেন্ট কেন্দ্র খোলা হচ্ছে, সেগুলি উত্তর করিমগঞ্জ খণ্ডের শ্যামসুন্দর এইচএস স্কুলের পরিবর্তে কুশিয়ারকুল এইচএস স্কুল করিমগঞ্জ, রামেসওয়ালা এমই স্কুল আয়লাবাড়ির পরিবর্তে পাথু মহিশাসন এইচএস স্কুল। দক্ষিণ করিমগঞ্জ খণ্ডের কায়স্থগ্রাম গার্লস এমই স্কুলের পরিবর্তে গান্ধাই এইচএস স্কুল নিলামবাজার, দোহালিয়া এক্সটেন্ডেড হাইস্কুল পাথারকান্দির পরিবর্তে এসভি বিদ্যানিকেতন এইচএস স্কুল নিলামবাজার।

এছাড়া, বদরপুর খণ্ডের দক্ষিণ করিমগঞ্জ খণ্ড প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়ের পরিবর্তে রামলোচন হাইস্কুল বদরপুর, জনকল্যাণ মডেল হাইস্কুল কালিগঞ্জের পরিবর্তে ভাঙ্গা এইচএস স্কুল বদরপুর, মর্জাদকান্দি হাইস্কুলের পরিবর্তে শাহ বাহাদুর হাইস্কুল বদরপুর।

এদিকে পাথারকান্দি খণ্ডের সুলতানা এমই মাদ্রাসা ধলছড়ার পরিবর্তে জোড়বাড়ি হাজি কাশিম আলি হাইস্কুল পাথারকান্দি, কুসুম বিকাশ বিদ্যাপীঠ কটামণির পরিবর্তে পাথারকান্দি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত হাইস্কুল, কাঁঠালতলি হাইস্কুলের (এ) পরিবর্তে মডেল এইচএস স্কুল পাথারকান্দি। অনুরূপভাবে লোয়াইরপোয়া খণ্ডের এসপি রায় হাইস্কুল সোনাখিরার পরিবর্তে পুতনি চা বাগান মডেল স্কুল পুতনি।

এভাবে দুল্লভছড়া খণ্ডের চেরাগি হিন্দি বিদ্যাপীঠ এমই স্কুলের পরিবর্তে সিভিপি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল দুল্লভছড়া। এছাড়া রামকৃষ্ণনগর খণ্ডের বোধন এইচএস স্কুল নিভিয়া বাজারের পরিবর্তে চরগোলা পাবলিক এইচএস স্কুল রামকৃষ্ণনগর এবং কদমতলা হাইস্কুল কদমতলার পরিবর্তে আরকে বিদ্যাপীঠ এইচএস স্কুল রামকৃষ্ণনগর।

এতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী ওই এনরোলমেন্ট কেন্দ্রে ভেরিফায়ার হিসেবে নিয়োগ করতে বলা হয়েছে। ওই কর্মী আবেদনকারীদের নিয়ে আসা নাম, ঠিকানা, বয়স ইত্যাদির প্রমাণপত্র যাচাই করবেন।

তেলিয়ামুড়া ব্লকভিত্তিক ফার্মার্স লাইভলিহুড মিট রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে : কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই সরকার কৃষির বিকাশ ও কৃষকদের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। গ্রামীণ মানুষের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে কৃষি ভিত্তিক ক্ষেত্রগুলিতে গুরুত্ব দিয়ে সরকার কাজ করছে। গতকাল তেলিয়ামুড়া ব্লক কার্যালয় প্রাঙ্গণে তেলিয়ামুড়া ব্লকভিত্তিক ফার্মার্স লাইভলিহুড মিটের উদ্বোধন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণমী রতনলাল নাথ একথা বলেন। অনুষ্ঠানে কৃষি ও কৃষক কল্যাণমী বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ও প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযানে সুশাসন শিবিরেরও উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে কৃষিমী বলেন, কৃষির বিকাশ ও কৃষকের কল্যাণে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। অনুষ্ঠানে কৃষি ও কৃষক কল্যাণমী আরও বলেন, প্রধানমী কিষাণ সম্মাননিধি যোজনায় এখন পর্যন্ত রাজ্যে ২ লক্ষেরও বেশি কৃষক উপকৃত হয়েছেন। তারমধ্যে খোয়াই জেলায় প্রায় ২৩ হাজার কৃষক উপকৃত হয়েছেন। বিগত ৫ বছরে কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়কমূল্যে প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মেট্রিকটন ধান ক্রয় করা হয়। উপকৃত হয়েছেন প্রায় ৯২ হাজার কৃষক। বর্তমানে ধানের ন্যূনতম সহায়কমূল্যকে বাড়িয়ে ২১ টাকা ৮৩ পয়সা করা হয়েছে। কৃষিমী আরও জানান, বর্তমানে কৃষিকাজের বিভিন্ন প্রয়োজনে ড্রোন প্রযুক্তি চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া গত ৫ বছরে প্রায় ৩ লক্ষ ২৭ হাজার কৃষককে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে ঋণ দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিধানসভার সরকারি মুখ্যসচেতক বিধায়ক কল্যাণী রায় বলেন, সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ও প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযানের সূচনা হয়েছে। এই দুই কর্মসূচিতে জনসাধারণকে বিভিন্ন সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। শিবিরে অতিথিগণ ১ জনকে পাওয়ারটিলার, ১ জনকে কেসিসি ঋণের শংসাপত্র তুলে দেন। তাছাড়া মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ১ জন সুবিধাভোগীকে আইস বক্স সহ অটো তুলে দেওয়া হয়। উজ্জ্বলা যোজনায় ৩৫ জনকে বিনামূল্যের গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হয়। ১টি স্বসহায়ক দলকে ৬ লক্ষ টাকার ঋণের চেক তুলে দেওয়া হয়। শিবিরে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ১৫০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়। শিবিরে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক কার্যালয়ের পক্ষ থেকে ৩০০টি বিভিন্ন ধরনের শংসাপত্রের জন্য আবেদনপত্র জমা নেওয়া হয়। এদিনের শিবির উপলক্ষে বিভিন্ন দপ্তর থেকে ২০টি প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়।

পথ দুর্ঘটনায় আহত দুই

● প্রথম পাতার পর

গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বাইক চালকের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

আগরতলা - কলকাতা

● প্রথম পাতার পর

জলপাইগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, ট্রেন নম্বর ০৭৫৫১ তেলতা-রাধিকাপুর ডেমু স্পেশাল, ট্রেন নম্বর ০৭৫৫২ রাধিকাপুর-তেলতা ডেমু স্পেশাল এবং ট্রেন নম্বর ০৭৫২০ শিলিগুড়ি জংশন-মালদা কোর্ট ডেমু স্পেশাল বাতিল থাকবে। এছাড়া ১ জানুয়ারি (২০২৪) পর্যন্ত ট্রেন নম্বর ০৭৫১৯ মালদা কোর্ট-শিলিগুড়ি জংশন ডেমু স্পেশাল বাতিল থাকবে। তাছাড়া নর্দার্ন রেলওয়ের লখনউ ডিভিশনের বারাবাঙ্কি-অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট-শাহগঞ্জ জংশন- জাফরাবাদ সেকশনের মধ্যে ডাবল লাইন চালু করার জন্য নিম্নবর্ণিত হিসেবে কয়েকটি ট্রেন বাতিল এবং কয়েকটি আংশিকভাবে বাতিল করা হয়েছে। এগুলিশ্চ ২, ৫, ৭, ৯, ১২ এবং ১৪ জানুয়ারি (২০২৪) রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নম্বর ১৫৭১৫ কিষাণগঞ্জ-আজমের জংশন গরিব নওয়াজ এক্সপ্রেস এবং ৪, ৮, ৯, ১১, ১৫ এবং ১৬ জানুয়ারি (২০২৪) রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নম্বর ১৫৭১৬ আজমের জংশন-কিষাণগঞ্জ গরিব নওয়াজ এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

১৮, ২৫ ডিসেম্বর (২০২৩) এবং ১, ৮, ১৫ জানুয়ারি (২০২৪) রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নম্বর ১৫০৭৮ গোমতি নগর-কামাখ্যা এক্সপ্রেস-এর চলাচল গোরখপুর জংশন থেকে সংক্ষিপ্ত আরম্ভ হবে এবং গোমতি নগর ও গোরখপুর-এর মধ্যে বাতিল থাকবে।

১৯, ২৬ ডিসেম্বর (২০২৩) এবং ২, ৯, ১৬ জানুয়ারি (২০২৪) রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নম্বর ১৫০৭৭ কামাখ্যা-গোমতি নগর এক্সপ্রেস-এর চলাচল গোরখপুর জংশন থেকে সংক্ষিপ্ত সমাপন হবে এবং গোরখপুর জংশন ও গোমতি

বিলোনিয়ায় অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট শুরু জয় দিয়ে সূচনা আমজাদনগর স্কুলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। জয় দিয়ে শুরু আমজাদ নগর দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আজ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে। বিদ্যাপীঠ মাঠে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী ম্যাচে আমজাদ নগর দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল ৩০ রানের ব্যবধানে বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল কে পরাজিত করেছে। পাঁচ দলীয় এই টুর্নামেন্টের প্রাথমিক পর্বে লীগ পর্যায়ের প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত জয় পেয়ে আমজাদ নগর স্কুল দল শুরুতেই সাফল্যের ভিত্তি স্থাপন করে নিয়েছে। সকালে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ম্যাচ শুরু হয়েছে। সকাল ১০ঃ২৫ নাগাদ খেলা শুরুতে টস জিতে আমজাদ নগর দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত ৪০ ওভার খেলতে পারেনি। তবে ৩৮.১ ওভার খেলে ১১১ রান সংগ্রহ করে।

দলের পক্ষে টেল এন্ডাররা তেমন রান সংগ্রহ করতে না পারলেও ওপেনার জয়দেব ভৌমিকের সর্বাধিক ৩৪ রান এবং আকাশ হোসেনের ২৮ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। অতিরিক্ত খাতে প্রাপ্ত ৩২ রানও তাদের অনেকটা কাজে এসেছে। বিদ্যাপীঠ স্কুল দলের দেবজিৎ ভৌমিক একাই পাঁচটি উইকেট পেয়েছে চার রানের বিনিময়ে। এছাড়া দীপ্তনু পাল দুটি এবং সুমন ভৌমিক, রাজবীর ভুঁইয়া ও রণবীর নাথ একটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল দল ২৬.১ ওভার খেলে ৮১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। অর্কনীর দত্ত সর্বাধিক ২৭ রান সংগ্রহ করলেও অন্য ব্যাটার্সদের ব্যর্থতায় দল শেষ রক্ষা করতে পারেনি। অতিরিক্ত খাতে যুক্ত ২০ রান উল্লেখ করার মতো ছিল। আমজাদ নগর স্কুল দলের বোলার রাকিবুল ইসলাম নীরব ১৩ রানে চারটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া, আজাদ মিয়া, রহিদ মিয়া, সায়ন বোস প্রত্যেক একটি করে উইকেট পেয়েছে। আগামীকাল টুর্নামেন্টের দুটো ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। নর্থ বিলোনিয়া গ্রাউন্ডে বরপাখারি দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল খেলবে বিলোনিয়া গভর্নমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বিরুদ্ধে। আমজাদ নগর গ্রাউন্ডে কার্য কলোনী দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল খেলবে বিদ্যাপীঠ স্কুলের বিরুদ্ধে।

লায়ন্স ক্লাব অফআগরতলার উদ্যোগে দৃষ্টিহীনদের দাবা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। অভিনব উদ্যোগ। লায়ন্স ক্লাব অফ আগরতলার। ওই সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে দুদিনব্যাপী দৃষ্টিহীনদের প্রাইজমানি দাবা প্রতিযোগিতা। এবারই প্রথম কোনও সংস্থা দৃষ্টিহীনদের জন্য এমন উদ্যোগ নিলো। দুদিনব্যাপী আসর শুরু হবে ৪ জানুয়ারি। উজ্জয়ন্ত মার্কেটের উপর তলায় সংস্থার অফিসবাড়িতে হবে আসর। ইতিমধ্যে প্রায় ৪০ জন দৃষ্টিহীন দাবাড়ু আসরে অংশ নেওয়ার সম্মতি জানিয়েছে। অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির সহযোগিতায় হবে আসর। তাতে অংশ নেওয়া রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা থেকে আগত দাবাড়ুদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করবে উদ্যোক্তা সংস্থা। আসরের প্রথম ১০ স্থানাধিকারীকে দেওয়া হয় আর্থিক পুরস্কার এবং মেডেল। সেরা দাবাড়ু পাবেন ৩ হাজার টাকা। মোট প্রাইজমানি থাকবে সাড়ে ৯ হাজার টাকা। আসরে অংশ নিতে ইচ্ছুক দাবাড়ুদের ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। থাকছে না এন্টি ফি। লায়ন্স ক্লাব অফ আগরতলার পক্ষে কিশোর মজুমদার এক বিবৃতিতে এখবর জানিয়েছেন।

বুদ্ধ গুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। ১৩তম বুদ্ধ গুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আগামীকাল রাজধানী আগরতলার এমবিবি কলেজ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হবে।

এতে এবার ১৩টি মিডিয়া দল অংশ নিচ্ছে।

বুধবার দুপুরে আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল-এ বুদ্ধ গুপ্ত মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টের লটারি অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদ্বোধনী ম্যাচে নাগেশ্বরী-এ টিম খেলবে দ্য ত্রিপুরা.কম দলের বিরুদ্ধে। সকাল সাড়ে আটটায় আসরের উদ্বোধন হবে।

পরে বিকালে ফাইনাল ম্যাচের পর বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দেয়া হবে। এই টুর্নামেন্ট ঘিরে দুটো প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচেরও আয়োজন করা হয়েছে।

এতে সকল মিডিয়ার সাংবাদিক, চিত্র সাংবাদিক ও ভিডিও এডিটরদের উপস্থিত থাকার জন্য বুদ্ধ গুপ্ত স্মৃতি কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক তথা স্যান্দন পত্রিকা ও স্যান্দন টিভি-র ডিরেক্টর অভিষেক দে ও অরিন্দম দে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

পূর্বাঞ্চলীয় বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে জয় দিয়ে দারুণ সূচনা ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। জয় দিয়ে আসর শুরু করলো ত্রিপুরা বিশ্বাবিদ্যালয়। নিজেদের প্রথম ম্যাচে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়কে কার্যত বিধ্বস্ত করলেন মধুমানিক লোধের চেলেরা।

গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত পূর্বাঞ্চলীয় আন্ত: বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায়। ওই রাজ্যের দিল্লি পাবলিক স্কুলে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা জয়লাভ করে ৬-০ গোলে। ম্যাচের শুরু থেকেই দাপটের সঙ্গে খেলা শুরু করেছিলেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবলাররা। গতি, দক্ষতা এবং শক্তি- তিন বিভাগেই এগিয়ে ছিলেন সঞ্জীব শীল-রা। প্রথমার্ধেই ত্রিপুরা এগিয়ে যায় ২-০ গোলে।

ত্রিপুরার পক্ষে সঞ্জীব শীল দুটি, অ্যালেক্স ডার্লং, ইমরান হুসেন, জয়ফুল ডার্লং এবং মাসোয়াংলং লালরিংমিং গোল করেন। সকাল ৭ টায় ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও খেলা শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের ৩ ঘন্টা পরে। এনিয়ে ক্ষোভ দেখা দেয় ত্রিপুরার শিবিরে। শুক্রবার ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ অরুনাচল প্রদেশের রাজীব গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়। দুরন্ত জয় পেয়ে খুশি ত্রিপুরা বিশ্ব বিদ্যালয়ের কোচ মধুমানিক লোধ। গুয়াহাটি থেকে টেলিফোনে বলেন,'দুর্দান খেলেছে ছেলেরা। আজ আমাদের কঠিন প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে হবে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যা খেলেছে আমার ছেলেরা এর থেকে ভালো খেলতেই হবে ওদের জয় পেতে হলে'।

ফিরে দেখা : ১৯৬০ সালের ১৪ ডিসেম্বর বিশ্ব দেখেছিল প্রথম টাই টেস্ট

শান্তি রায় চৌধুরী

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): আজ ১৪ ডিসেম্বর। এই দিনটি ক্রিকেটের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন। ১৯৬০ সালের এই দিনে বিশ্ব দেখেছিল প্রথম টাই টেস্ট ম্যাচ। যেখানে প্রথম ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অলআউট হয় ৪৫৩ রানে। আর অস্ট্রেলিয়া অলআউট হয় ৫০৫ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে উইন্ডিজ তোলে ২৮৪ রান। ২৩৩ রানের টার্গেটে ব্যাটিংয়ে নেমে অজিদের ইনিংস থামে ২৩২ রানের মাথায়। ম্যাচটি নিষ্প্রাণ ড্র না হয়ে বরং উত্তেজনা ছড়িয়ে টাই হয়। প্রথম ইনিংসে ৪৫৩ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অলআউট হয়ে যায়।ক্যারিবীয়ান কিংবদন্তি গ্যারি সোবার্স করেন ১৩২ রান। অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেল ৬৫, জো সলোমন ৬৫, গ্যারি আলেকজান্ডার ৬০ আর স্যার ওয়েস হল ৫০ রান করেন। অস্ট্রেলিয়ার অ্যালান ডেভিডসন ১৩৫ রানে তুলে নেন ৫টি উইকেট। অস্ট্রেলিয়া নিজেদের প্রথম ইনিংসে তোলে ৫০৫ রান। অজি ওপেনার বব সিম্পসন ৯২ রানের দারুণ এক ইনিংস খেলেন। এই সিম্পসনই একমাত্র ক্রিকেটার যিনি টেস্ট ইতিহাসের দুটি টাই ম্যাচেরই অংশ ছিলেন।

ভারত-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার ইতিহাসের দ্বিতীয় ও শেষ টাই ম্যাচে সিম্পসন ছিলেন অজিদের কোচের ভূমিকায়।নর্ম ও'নেইল করেন সর্বোচ্চ ১৮১ রান। ডেভিডসন করেন ৪৪ রান। স্যার ওয়েস হল চারটি, গ্যারি সোবার্স দুটি করে উইকেট তুলে নেন। দ্বিতীয় ইনিংসে উইন্ডিজরা তোলে ২৮৪ রান। রোহান কানহাই ৫৪, দলপতি স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেল ৬৫, জো সলোমন ৪৭ রান করেন। অস্ট্রেলিয়ার ডেভিডসন তুলে নেন ৬টি উইকেট। ২৩৩ রানের জয়ের টার্গেটে ব্যাটিংয়ে নেমে অস্ট্রেলিয়া অলআউট হয় ২৩২ রানের মাথায়। সর্বোচ্চ ৮০ রান করে অপরাজিত থাকেন ডেভিডসন। ৫২ রান করেন অজি দলপতি রিচি বেনাউড। ক্যারিবীয়ান কিংবদন্তি স্যার ওয়েস হল ৫টি উইকেট তুলে নেন। এই টেস্টে ডেভিডসন প্রথম কোনো টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে ১০০ প্লাস রান আর সাথে ১০ বা তার বেশি উইকেট তুলে নেওয়ার কীর্তিতে নাম লেখান।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ : নিয়মিত কয়েকজন খেলোয়ারকে বাইরে রেখেও জয় পেল ম্যানসিটি

ম্যানচেস্টার, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ছয়ে ছয় ম্যাঞ্চেস্টার সিটির।

নিয়মিত একাদশের বেশ কয়েকজনকে বাইরে রেখেও বুধবার রাতে জয় পেয়েছে তারা। চ্যাম্পিয়নস লিগে শেষ ষোলো যাওয়া আগেই নিশ্চিত ছিল।

তাই গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে বেঞ্চের শক্তি যাচাই করার জন্য সিটি কোচ পেপ গার্দিয়লা ম্যাচের একাদশ থেকে ৯ পরিবর্তন আনেন। তাতে অবশ্য জয় পেতে কোন অসুবিধা হয়নি হয়নি।ম্যানচেস্টার সিটি রেড স্টার বেলগ্রেডকে হারাল ৩-২ গোলে। গ্রুপের ছয় ম্যাচে ছয়টিতেই জিতে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে পরের রাউন্ডে গেল বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। ১০ পয়েন্ট নিয়ে এই গ্রুপ থেকে শেষ ষোলোতে পৌঁছে গেল লিপজিগ।

চ্যাম্পিয়নস লিগ : হেরেও গ্রুপ সেরা, সেই সঙ্গে নকআউট পর্বে বার্সেলোনা

বার্সিলোনা, ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.): এই ম্যাচে বার্সেলোনা সেরা একাদশে ব্যাপক পরিবর্তন এনেও হোঁচট খেল। গ্রুপ পর্ব থেকে আগেই বিদায় ঘণ্টা বেজে যাওয়া রয়্যাল এন্টওয়ার্পের শেষটা স্মরণীয় করে রাখল জয়ে। যোগ করা সময়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায়ের আগে প্রথম জয় তুলে নিল এন্টওয়ার্প। বার্সেলোনার নকআউট পর্বে খেলা অবশ্য আগেই নিশ্চিত হয়েছিল। এন্টওয়ার্পের মাঠে বুধবার রাতে ৩-২ গোলে হারলেও ছয় ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে 'এইচ' গ্রুপের সেরা হয়ে শেষ ষোলোয় উঠেছে শাভি এর্নান্দেসের দল। এই গ্রুপ থেকে রানার্সআপ হওয়ার লড়াই চলছিল পোর্তো ও শাখতার দোনেৎস্কের মধ্যে। শাখতারকে ৫-৩ গোলে হারিয়ে নকআউট পর্বে জায়গা করে নিল পোর্তো।

ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

No.F.17(27)/TSPCB/CPCB/Or/Brick/ 14-12-2023

ইটভাট্টার সকল মালিকদের প্রতি আবেদন

ভারত সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক ২২.০২.২০২২ তারিখে ইটভাট্টার জন্য সংশোধিত পরিবেশগত মান সংক্রান্ত GSR নং 143(E) দ্বারা একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

উল্লিখিত পরিবেশগত মানদণ্ডে, নিম্নলিখিত সংশোধন করা হয়েছে:

১) নতুন ইটভাট্টায় ইট তৈরিতে শুধুমাত্র জিগ-জ্যাগ প্রযুক্তি বা পাইপযুক্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের অনুমতি দেওয়া হবে।

২) বিদ্যমান ইটভাট্টাগুলিকে আগামী ২২/০২/২০২৪ এর মধ্যে ইট তৈরি করতে জিগ-জ্যাগ প্রযুক্তি বা পাইপযুক্ত প্রাকৃতিক গ্যাসে রূপান্তরিত করতে হবে।

৩) সমস্ত ইটভাট্টায় শুধুমাত্র অনুমোদিত জ্বালানি যেমন পাইপযুক্ত প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, আগুনের কাঠ এবং/অথবা কৃষি অবশিষ্টাংশ ব্যবহার করতে হবে।

৪) সমস্ত ইটভাট্টায় কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নিয়ম অনুযায়ী Stack Monitoring এর জন্য স্থায়ী সুবিধা (পোর্টহোল এবং প্ল্যাটফর্ম) নির্মাণ করতে হবে।

৫) বাসস্থান ও ফলের বাগান থেকে ন্যূনতম ৮০০ মিটার দূরত্বে ইটভাট্টা স্থাপন করতে হবে।

৬) ক্লাস্টার এড়াতে বিদ্যমান ইটভাট্টা থেকে ন্যূনতম ১ কিলোমিটার দূরত্বে ইটভাট্টা স্থাপন করতে হবে ইত্যাদি।

এতএব, সকল ইটভাট্টার মালিকদের আগামী ২২.০২.২০২৪ এর মধ্যে রাজ্যের সকল ইটভাট্টা জিগ-জ্যাগ প্রযুক্তি বা জ্বালানী হিসাবে পাইপযুক্ত প্রাকৃতিক গ্যাসে রূপান্তরিত করার আবেদন রইল।

স্বাঃ অঃ
(ড. বিশু কর্মকার)
সদস্য সচিব

ICA/D-1424/23

একক্কালীন ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জন করুন

MEMORANDUM

In pursuance of the RFP vide No.F.13 (108)-RD/TRLM/2022/1 1094 dated 05.10.2023 for "Hiring of State Technical Support Agency (STSA) for DDU-GKY under TRLM, the last date for submission of Bid is hereby extended till 20.12.2023 till 3:00 PM.
All others Terms & Conditions shall remain same.

(Dr. Brahmheet Kaur, IAS)
Chief Executive Officer
Tripura Rural Livelihood Mission

ICA/C-3573/23

MEMO

Sealed tender invited vide even number dated 07/08/2023 for disposal of / office equipment/ scrap etc. is obsolete laboratory equipment/unserviceable furniture, hereby cancelled due to less price quoted by the eligible bidder than reserve value provided by TSICL. Interested bidder may 9° through for fresh auction notice in department's website (http://arddtripu: ra.nic.in).

(DR. K. Sasikurhar, IFS)
Special Secretary and Director
Animal Resources Development Dept.

ICA/C-3572/23

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

পুর এলাকায় ২১টি ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হবে : মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর : প্রতিবছর মতো এবছর ও পুর নিগমের পক্ষ থেকে পুর এলাকায় পূজা উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত করা হবে। এ বছরও মোট ২১টি ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হবে। আজ পুর নিগমের কার্যালয়ে বৈঠকে একথা বলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

এদিন মেয়র বলেন, পুর এলাকায় পূজা উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রতিবছরই পুর নিগমের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়ে থাকে।মূলত আজকের বৈঠকে দিনক্ষণ এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এদিন তিনি আরও বলেন, পাঁচটি পুরস্কার দেওয়া হবে মহিলা পরিচালিত পূজা সহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে। পাঁচটি পুরস্কার দেওয়া হবে সেরার সেরা পূজায়। পাশাপাশি বাকি চারটি এবং জোনালে ১৬ টি পুরস্কার দেওয়া হবে।

কল্যাণপুরে গণহত্যার ঘটনায় বিজেপির বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাল সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ ডিসেম্বর।। কল্যানপুর গনহত্যার বিষয়ে বিজেপি দলের নেতৃত্বদের বক্তব্যের বিরোধিতা জানিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করল সি পি আই এম তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটি। বৃহস্পতিবার সি পি আই এম তেলিয়ামুড়া মহকুমা অফিসে এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা সম্পাদক হেমন্ত কুমার জমাতিয়া, কল্যানপুর প্রমোদনগর কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক মহীন্দ্র চন্দ্র দাস, নাড়ি নেত্রী গায়েত্রী দত্ত সহ অন্যান্যরা। সাংবাদিক সম্মেলনের বিষয় সম্পর্কে জানান ১৯৯৬ সালের ১২ ই ডিসেম্বর কল্যানপুর বাজার কলোনি এলাকায় গণহত্যার শিকার হয়ে শহীদ হয়েছিল নিরীহ ২৬ টা তরতাজা প্রাণ। এই সহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গত ১২ ই ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাক্তন বিধায়ক মহীন্দ্র চন্দ্র দাস অভিযোগ করে বলেন, ১২ ই ডিসেম্বরের জনসভা এবং এর পুর্বে গন হত্যার বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিজেপি নেতৃত্ব দ্বারা সিপি আই এম দল এবং দলের নেতৃত্ব সম্পর্কে কিছু ভুল তথ্য ও বক্তব্য তাদের গোচরে আসে।যে গুলো সিপি আই এম দল কে জনসমক্ষে হেয় করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন বিগত ছয় বছরে সেই সহীদ পরিবারের প্রতি কোন কিছুই করেনি বর্তমান সরকার। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত সি পি আই এম নেতৃত্বরা উক্ত সহীদ সমাবেশের বক্তব্য কে নিয়ে সমালোচনায় মুখর ছিল।

ত্রিপুরা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও এটি চিরস্থায়ী নয়, তাই বিকল্প শক্তি উৎপাদন করতে হবে: বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর: ১৪ ডিসেম্বর জাতীয় শক্তি সংরক্ষণ দিবস। দিবসটি আজ রাজ্য যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ৭৯ টিলা আগরতলাতে অনুষ্ঠিত হয় মূল অনুষ্ঠান। ত্রিপুরা পাওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটেড আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ এবং বিদ্যুৎ নিগমের জেনারেল ম্যানেজার রঞ্জন দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

জাতীয় বিদ্যুৎ সংরক্ষণ দিবস হিসেবে উরজা ভবন ৭৯ টিলা আগরতলাতে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ শক্তি সংরক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন ত্রিপুরা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও চিরকাল এই প্রাকৃতিক সম্পদ থাকবে না। সে কারণেই প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার না করে বিকল্প শক্তি উৎপাদনের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মন্ত্রী বলেন, গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কমিয়ে সোলার ভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। শক্তির মাধ্যমে রাজ্যে বর্তমানে ব্যাপক পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে বলে অধীনে তথ্য দেন। বিদ্যুৎমন্ত্রী জানান বর্তমানে রাজ্যের ১০১২টি বাজারে সোলার লাইটের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তিন লক্ষ চুলার লাইট বিতরণ করা হয়েছে। কৃষি খেতে জল সেচের জন্য সোলার পাম্প বসানোর প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন স্কুল কলেজ এবং সরকারি অফিস আদালতে সোলার ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। মহাকরণ রাজভবন সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে সোলার ব্যবস্থা চালু করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেন প্রাকৃতিক সম্পদ ভগবান প্রদত্ত। দেশের সব রাজ্যে এই ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ নেই বলে অতি নেই উল্লেখ করেন। ত্রিপুরার মাটির নিচে যেসব প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তার সদ্ব্যবহারের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। এদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদ্যুৎ মন্ত্রী আরো বলেন বিদ্যুতের অপচয় রোধে প্রত্যেককে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

সরকারি সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে : সুধাংশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর: সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে সরকারী সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে ত্রিপুরা সরকার। আজ কৈলাশহর সার্কিট হাউজের বৈঠকে এমটাই দাবি করলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। এদিন তিনি বলেন, তপশীলি জাতি কল্যাণ দপ্তর ,প্রানী সম্পদ বিকাশ দপ্তর ,মৎস দপ্তরের ঊনকোটি জেলার সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের নিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের পর্যালোচনার বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। মূলত এই বৈঠকে ঊনকোটি জেলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছ ,ডিম, দুধ, মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের যে কাজ গুলি চলছে তা কোন পর্যায়ে রয়েছে তা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। তারঁ দাবি, সমাজের অন্তিম মানুষের কাছে সরকারী সুযোগ সুবিধা কতটুক পৌঁছালো তা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।তাছাড়া, মাছ ,ডিম, দুধ, মাংসের ক্ষেত্রে ঊনকোটি জেলায় সাধারণ মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নিয়েও পর্যালোচনার বৈঠকের আলোচনা করা হয়েছে।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারীকে নিয়ে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক , ভারতশিরোমণি ড . মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির ১২০তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষ্যে অদ্য ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং , রিশালড় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ে " ভারতীয় দর্শন প্রসঙ্গে ড . মহানামব্রত ব্রহ্মচারী"- শীর্ষ ক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ লিপিকা দেববর্মার সভাপতিত্বে হয় আলোচনাচক্র। আলাচনাচক্রে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখতে নিয়ে নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘ, বিশালগড় শাখার সম্পাদক মিঠুন রায় বলেন , ভারতীয় দর্শনের সাথে পাশ্চাত্য দর্শনের একটা ফারাক রয়েছে। ভারতীয় দর্শন , দার্শনিকরা নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ দিয়েছেন। নিজের জীবনে প্রয়োগ করেছেন। অথচ পাশ্চাত্য দর্শন দার্শনিকরা নিজেদের জীবনে প্রয়োগে করেননি। দর্শনের আরম্ভ কোথায় ? সেদিন মানুষ এই বিশ্বজগতটার দিকে তাকায়। বিস্ময়বোধ জাগিল- সেই দিন হতে দর্শনের সূচনা হল। আসলে দর্শনে কোনও উচু - নীচ ভেদ নেই। সকল দর্শনই একটা মহাসত্যকে একদিক হইতে দেখিতেছে। দর্শণের আলোচনা শেষ হলে সাধক যখন একাত্বের ভাবে পৌছবে তখন তিনি ক্রান্তদর্শী হন। প্রধান অতিথির ভাষণে মহানাম সম্প্রদায়ের সবভারতীয় সম্পাদক শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ বলেন ভারতীয় দর্শণ মূলত দুধরণের- আস্তিক দর্শন ও নাস্তিক দর্শন। সকল দর্শনের চূড়ান্ত হল বেদান্ত দর্শণ। এমনটাই হল ভারতীয় দর্শনের মূল কথা। ড় মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজ ছিলেন ন্যায় দর্শনের প্রতীক। ভারত বর্ষে সমস্ত দর্শনের ভিত্তি হল বেদ।ভারতীয় দর্শনের মূল কথা হল ঈশ্বর আছেন। ড়মহানামব্রতজী বিদেশে গিয়ে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন। শ্রীজীব গোস্বামীর দর্শন তিনি বিদেশে তুলে ধরেছেন। শ্রীজীব গোস্বামীর দর্শন নিয়ে তিনি পি . এইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। শ্রীমন গৌরসুন্দরের দর্শন আজীবন পালন করার চেষ্টা করেছেন ড . মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। তাছাড়া বক্তব্য রাখেন আগরতলা মহানাম অঙ্গনের মঠাধ্যক্ষ শ্রীমৎ সমাধিবন্ধু ব্রহ্মচারী। উপসিত ছিলেন প্রবীণ ভক্ত ডা.তপন দেবনাথ, সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হরিপদ সাহা প্রমুখ। আলোচনা চক্রে ছাত্র -ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

কৈলাসহর মহকুমার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৪ ডিসেম্বর: ঊনকোটি জেলার জেলাসদর কৈলাসহর মহকুমায় চৌদ্দ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার দিনভর সরকারের নানান কাজকর্ম সরজমিনে ঘুরে দেখেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। রাজ্যপালের সাথে ছিলেন রাজ্যপালের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক রাজীব দত্ত, কৈলাসহরের মহকুমাশাসক প্রদীপ সরকার, জেলার মূখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড: শংখ শুভ্র দেবনাথ, জেলার শিক্ষা আধিকারিক প্রশান্ত কিলিকদার সহ আরও অন্যান্য আধিকারিকরা।

বৃহস্পতিবার সকালে কৈলাসহরের সার্কিট হাউস থেকে প্রথমে চলে যান মহকুমার পরিত্যক্ত সোনামুখি চা বাগানে নবনির্মিত টারসারি ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট সেন্টার অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আবর্জনা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে। সেখানে রাজ্যপালকে শাল পড়িয়ে এবং পুস্প স্তবক দিয়ে সংবর্ধিত করেন কৈলাসহর পুর পরিসদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায়। সেখানে কিভাবে আবর্জনা থেকে প্লাস্টিক, লোহা ইত্যাদি আলাদা করা হবে এবং এই ময়লা থেকে কিভাবে সার উৎপাদন করা হবে তা বিস্তারিতভাবে রাজ্যপালকে জানান পুর পরিসদের কাউন্সিলর সিকিম সিনহা। এরপর রাজ্যপাল চলে যান সমরুরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সমরুরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নং ওয়ার্ড এলাকায় সাম্প্রতিক কালে জল মিশন প্রকল্পে প্রায় আশি লক্ষ টাকা ব্যয় করে নির্মান করা হয়েছে ডিপ টিউব ওয়েল সেন্টার। সেই ডিপ টিউব ওয়েল সেন্টারটি পরিদর্শন করে রাজ্যপাল চলে যান ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত লাগোয়া সমরুরমুখ গ্রামের মূর্তি পাড়া জেবি স্কুলে। সেখানে সমরুরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দিলিপ দাস রাজ্যপালকে পুস্প স্তবক দিয়ে সংবর্ধনা দেন। এরপর রাজ্যপাল সেখানে গ্রামবাসীদের সাথে আলাপ আলোচনা করেন।

গ্রামবাসীরা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় সরকারি ঘর পেয়েছে কিনা, হাঁস মুরগী ইত্যাদির জন্য সরকারের কাছ থেকে লোন পেয়েছে কিনা, ছাত্র ছাত্রীরা স্টাইপেন্ড পাচ্ছে কিনা, পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে পুকুর কিংবা জলাশয় করে দেওয়া হয়েছে কিনা এবং সরকারের পক্ষ থেকে উজ্জ্বলা যোজনায় বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস দেওয়া হয়েছে কিনা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জানতে চান রাজ্যপাল। এরপর রাজ্যপাল চলে যান মূর্তিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নবনির্মিত শ্মশান ঘাট পরিদর্শনে। শ্মশান ঘাট পরিদর্শন শেষে মূর্তিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত লাগোয়া রাবার প্ল্যানস্টেশন পরিদর্শন করেন। এরপর রাজ্যপাল মূর্তিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা সমীর আইচের বাড়িতে যান। সাম্প্রতিক কালে সমীর আইচ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর নির্মান করেছিলেন। সেই ঘরের আনুষ্ঠানিক উদ্ধোধন করেন রাজ্যপাল। এরপর রাজ্যপাল মনুভ্যালী চা বাগান পরিদর্শন করেন। মনুভ্যালী চা বাগান পরিদর্শন করে রাজ্যপাল উত্তর জেলায় চলে যান।

বাল্য বিবাহ আটকাতে সক্ষম প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর: আবারো এক নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করে দিল প্রশাসন এবং চাইল্ড লাইনের কর্মীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে সদর মহকুমা শাসক অরুপ দেব এবং রাজ্য শিশুর সুরক্ষা ও অধিকার কমিশনের কাছে গোপন সংবাদ আসে যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার শ্রীনগর থানার অন্তর্গত মলয়নগর বাঁশবাগান কলোনি এলাকায় এক নাবালিকা মেয়ের বিয়ে হতে চলেছে শুক্রবার।

সেই সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার অর্থাৎ বিয়ের আগের দিন বিকালে রাজ্য শিশু সুরক্ষা ও অধিকার কমিশনের সদস্যা শর্মিলা চৌধুরী সহ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার চাইল্ড লাইনের কর্মীরা,ডুকলী রেভিনিউ সার্কেলের ডিসিএম সুজিত কুমার দাস শ্রীনগর থানার পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে ওই এলাকায় নাবালিকার মেয়ের বাড়িতে যান। সেখানে গিয়ে ওই নাবালিকা মেয়েটির জন্মের প্রমাণপত্র দেখে নিশ্চিত হয়ে যায় যে মেয়েটির বর্তমান বয়স ১৬ বছর ছয় মাস।

শুক্রবার হাঁপানিয়া এলাকার এক যুবকের সাথে ওই নাবালিকা মেয়েটির বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। শিশু সুরক্ষা কমিশন এবং প্রশাসনের আধিকারিকরা ছেলের পরিবারের লোকজনদের খবর দিয়ে মেয়ের বাড়িতে ডেকে আনে। সেখানে ছেলে এবং মেয়ে উভয় পক্ষকে বাল্যবিবাহ আইন সম্বন্ধেও অবগত করান এবং ওই নাবালিকা মেয়েটির ১৮ বছরের আগে বিয়ে দেওয়া হবে না বলে উভয় পক্ষ থেকে অঙ্গীকার পত্র দেওয়া হয় প্রশাসনের আধিকারিকদের কাছে।

তবে এক্ষেত্রে প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বাল্যবিবাহ রোধে বিভিন্ন সচেতনতামূলক সভা করা হয় কিন্তু তারপরেও রাজ্যের এইভাবে বাল্যবিবাহের ঘটনার জন্য দায়ী একমাত্র অভিভাবক মহল, কেননা ত্রিপুরা থেকে বাল্যবিবাহ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে গেলে প্রথমেই সমাজের প্রতিটি মানুষ সচেতন হতে হবে বলে মনে করছে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা।

সকলের জন্য বীমা এই লক্ষ্যে রাজ্যে এলো আই সি আই লম্বার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। ডিসেম্বর আইসিআই লম্বার্ড জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী, এবং বাজাজ অ্যালিয়ানজ লাইফইন্স্যুরেন্স, যৌথভাবে , ত্রিপুরার যথাক্রমে নন-লাইফ এবং লাইফ ইন্স্যুরেন্স বিভাগে প্রধান বীমাকারী হিসাবে তাদের মনোনয়ন ঘোষণা করেছে।। বীমাকারীদের লক্ষ্য হল রাজ্য বীমা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা, যা বীমাবিহীন জনগোষ্ঠীর জন্য বীমা প্রবেশের মাধ্যম নিশ্চিত করা। ক্ষেত্রটি শিক্ষার বাইরে দক্ষতার উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শক্তিশালী করার উপরে জোর দেবে। এই প্রচেষ্টা ভারতের বীমা নিয়ন্ত্রক ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত '২০৪৭ সালের মধ্যে সকলের জন্য বীমা' এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে। আইসিআইসিআই লম্বার্ড এবং বাজাজ অলিয়ানজ কোম্পানির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার পর সরকারী স্কিম প্রচার, কর্মক্ষম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, এবং বীমার বিকাশ। সচেতনতামূলক প্রচার কাজ করছে। এই যৌথ প্রয়াস ত্রিপুরায় মানুষ আর্থিকউপকৃত হবেন। আইসিআইসিআই লম্বার্ড এর, এক্সসিউইটিভ ডিরেক্টর আলোক আগরওয়াল বলেন , আইআরডিএআই এর লক্ষ্য হলো "২০৪৭ সালের মধ্যে সকলের জন্য বীমা" এবং ত্রিপুরার প্রধান নন-লাইফইন্স্যুরেন্সের ভিশন অর্জন করা। তিনি বলেন, আইসিআইসি আই লম্বার্ড রাজ্য সরকারের সাথে কাজ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উদ্দেশ্য রাজ্যে বীমা ক্যাম্পাইন এর দ্বারা রাজ্য বাসীর মধ্যে বীমা সচেতনতা এবং আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা। অনিল পিএম, হেড লিগ্যাল, কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড এফপিইউ, বাজাজ অ্যালিয়ানজ বলেন যে ত্রিপুরার বীমা পরিকল্পনা উদ্যোগের অধীনে রাজ্যের প্রধান জীবন বীমাকারী সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। অ্যালিয়ানজ লাইফ জনগণের জন্য সচেতনতা, ও সহায়তা বাড়ানোর জন্য অসংখ্য ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছে।এর মধ্যে একটা ত্রিপুরায় শাখা অফিস খোলা হবে।

নরসিংগড় হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অব মিলেটস ২০২৩ সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর: ২১ নভেম্বর থেকে ক্রমান্বয়ে ডিসেম্বর ১৪ পর্যন্ত ৭দিন ব্যাপী নরসিংগড় হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে, বিদ্যালয়ের এনসিসি ইউনিটের পক্ষ থেকে ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অব মিলেটস ২০২৩ উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনসিসির পিআই স্টাফ হাবিলদার এস পান্ডে , বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল সুচিত্রা সরকার , বিদ্যালয়ের এনসিসি অফিসার রামকৃষ্ণ পোদ্দার ,বিদ্যালয়ের জয়েন্ট টি সি এস জয়দীপ ভট্টাচার্য ও অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ সহ এনসিসি ক্যাডেটরা। অনুষ্ঠানে অংশ হিসাবে বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল, এনসিসি অফিসার ও এনসিসি ক্যাডেটরা নিজ নিজ বক্তৃতা রাখেন- মিলেটস-এর উপকারিতা এবং ওয়ারনেসের উপর, তারপর পোস্টার মেকিং, কুইজ এবং ডিবেট কম্পিটিশন ক্যাডেটদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।এর পর ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অব মিলেটস কে কেন্দ্র করে দুদিন ব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের বিষয় শিক্ষিকা মৌমিতা পাল ও পুষ্পিতা ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের শেষে বিভিন্ন ইভেন্টের বিজয়ীদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরন করা হয়।এই বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠান গুলির বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষক দীপক রঞ্জন কর মহাশয় , শিক্ষিকা কাশ্মী দেববর্মা, মোনালিসা দেব, সংহিতা দাস চৌধুরী। পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয় থেকে এনসিসি ক্যাডেটদের নিয়ে মিলেটস-এর উপকারিতা সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে জাগরূপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একটি পথ র‍্যালি বের করা হয় যা আশপাশের বাজার পরিক্রমা করে পুনরায় বিদ্যালয়ে ফিরে আসে।এন সি সি ইউনিট এর আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল এবং এনসিসি কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত খুশি। এনসিসি ক্যাডেটরা আনন্দ এবং উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে এনসিসি অফিসার শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পোদ্দার মহাশয় অনুষ্ঠান এর সার্বিক সফলতার জন্যে বিদ্যালয় প্রিন্সিপাল এবং সকল শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তৎসঙ্গে আরো জানান যে বিদ্যালয়ের এনসিসি ক্যাডেটদের উৎসাহ বৃদ্ধি করার লক্ষে এইরকম প্রয়াস ভবিষ্যতেও জারি থাকবে।

ত্রিপুরার দুটি আসন প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেবে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরার দুটি আসনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেবে বিজেপি সরকার। সেই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। আজ মন্ডল স্বশক্তিকরণ কমসূচি যুব মোর্চা উদ্যোগে বাইক মিছিলে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন প্রদেশ বিজেপি সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত। এদিন পাপিয়া দত্ত বলেন, লোকসভা নির্বাচন দোরগোড়ায় এসে পড়েছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে শাসক দল বিজেপি বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তিনি আরও বলেন, মন্ডল স্বশক্তিকরণ কমসূচি যুব মোর্চা উদ্যোগে ৬০টি বিধানসভায় বাইক মিছিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ ৬ আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে বাইক মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।এদিন মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরার দুটি আসনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেবে বিজেপি সরকার বলে জানান পাপিয়া।

আসাম রাইফেলস ২৪তম রাষ্ট্রকথা শিবিরে যোগ দিতে স্কুলের ছাত্ররা রাজকোটের উদ্দ্যেশ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর: আসাম রাইফেলস ২৪তম রাষ্ট্রকথা শিবিরে যোগ দিতে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের ছাত্রদের জন্য জাতীয় ইন্টিগ্রেশন ট্যুর আজ আগরতলা থেকে রওনা দিয়েছে।

আসাম রাইফেলসের আগরতলা সেক্টরের তত্ত্বাবধানে আসাম রাইফেলস আজ আগরতলা (ত্রিপুরা) থেকে রাজকোট (গুজরাট) পর্যন্ত আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের ছাত্রদের জন্য জাতীয় সংহতি সফর শুরু হয় আজ। আগামী ৩০ ডিসেম্বর শেষ হবে এই সফর।

এই ট্যুর আয়োজনের উদ্দেশ্য হল জাতীয় সংহতি, সামাজিক সম্প্রীতি এবং ধর্মীয় সম্প্রীতির মতো বিভিন্ন বিষয়ে যুবদের অভিমুখীকরণ এবং লালনপালনের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।